আনন্দমার্গে চর্যাচর্য

(প্রথম খণ্ড)

প্রবক্তা ও প্রবর্ত্তক-

শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি

আনন্দমার্গে চর্যাচর্য
(প্রথম খণ্ড)

© আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ (কেন্দ্রীয়) কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
আনন্দনগর , পোঃ বাগলতা , পুরুলিয়া (পঃ বঃ)

যোগাযোগের ঠিকানা : ৫২৭ , ভি . আই . পি . নগর , কলকাতা – ৭০০১০০
প্রকাশক : আচার্য সর্বাত্মানন্দ অবধূত !! কেন্দ্রীয় প্রকাশন সচিব আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ " T56 [৫২৭ , ভি . আই . পি . নগর, কলকাতা - 700100
প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল , ১৯৫৬
দ্বিতীয় সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ : জানুযারী , ১৯৬৫
তৃতীয় মুদ্রাঙ্কন : ২৫ শে নভেম্বর , ১৯৬৮
চতুর্থ সংশোধিত সংস্করণ : আনন্দ পূর্ণিমা , ১৯৭২
পঞ্চম মুদ্রাঙ্কন: মে , ১৯৮৫
ষষ্ঠ মুদ্রাঙ্কন: আগষ্ট , ১৯৯০
সপ্তম সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ : শ্রাবণী পূর্ণিমা , ১৯৯৫
দশম মুদ্রাঙ্কন: মে , ২০১০
মুদ্রাকর : শ্রীকালী আর্ট প্রেস ২০৯ সি , বিধান সরণী কলকাতা ৭00006 মূল্য : কুড়ি টাকা
ISBN : 978-81-7252-253-7

চরম নির্দেশ

“ যে দু’ৰেলা নিয়মিতরূপে সাধনা করে , মৃত্যুকালে পরমপুরুষের কথা তার মনে জাগৰেই জাগৰে ও মুক্তি সে পাৰেই পাৰে । তাই প্রতিটি আনন্দমার্গীকে দু’ৰেলা সাধনা করতেই হবে – ইহাই পরম পুরুষের নির্দেশ। যম–নিয়ম ব্যতিরেকে সাধনা হয় না । তাই যম –নিয়ম মানাও পরম পুরুষেরই নির্দেশ । এই নির্দেশ অমান্য করার অর্থ হ’ল কোটি কোটি বৎসর পশুজীবনের ক্লেশে দগ্ধ হওয়া । কোন মানুষকেই যাতে সেই ক্লেশে দগ্ধ হতে না হয় , সবাই যাতে পরম পুরুষের স্নেহচ্ছায়ায় এসে শাশ্বতী শান্তি লাভ করে, তজ্জন্য সকল মানুষকে আনন্দমার্গের কল্যাণের পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করা প্রতিটি আনন্দমার্গীর অবশ্য করণীয়। অন্যকে সৎপথের নির্দেশনা দেওয়া সাধনারই অঙ্গ।”

শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি

রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা

বিভিন্ন ভাষার উচ্চারণ যথার্থ ভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ও দ্রুত - লিখনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা প্রবর্তিত হল :

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	ৠ	ঌ	ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ	ऌ	ॡ	ए	ऐ	ओ	औ	अं	अः
a	á	i	ii	u	ú	r	rr	lr	lrr	e	ae	o	ao	am	ah

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
ka	kha	ga	gha	uṋa	ca	cha	ja	jha	iṋa

ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন
ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न
t́a	t́ha	d́a	d́ha	ńa	ta	tha	da	dha	na

প ফ ব ভ ম

प फ ब भ म

Pa pha ba bha ma

য র ল ব

य र ल व

ya ra la va

শ ষ স হ ক্ষ

श ष स ह क्ष

sha śa sa ha kśa

অঁ জ্ঞ ঋষি ছায়া জ্ঞান সংস্কৃত ততোঽহং

अँ ज्ञ ऋषि छाया ज्ञान संस्कृत ततोऽहं

aṋ jiṋa rśi cháya jiṋána saḿskrta tato’haḿ

a á b c d d́ e g h i j k l m ḿ n

ń ṋ o p r s ś t t́ u ú v y

সমগ্র বিশ্বে বহুল প্রচারিত রোমকলিপির মাত্র ২৯ টি অক্ষরেই সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ যথাযথভাবে প্রকাশ করা সম্ভব । এতে যুক্তাক্ষরেরও ঝামেলা নেই । আরবী, ফারসী ও অন্যান্য কোন কোন ভাষার f , q , qh , z   প্রভৃতি অক্ষরগুলোর প্রয়োজন আছে , সংস্কৃতের নেই ।

শব্দের মধ্যে বা শেষে ' ড ' ও ঢ ' থাকলে যথাক্রমে ড় ওঢ় রূপে উচ্চারিত হয়, ' য় ' - এর মত তারাও কোন স্বতন্ত্র বর্ণ নয় । প্রয়োজন বোধে ও অসংস্কৃত শব্দ লিখবার জন্যে ŕ ও ŕha ব্যবহার করা যেতে পারে ।

অসংস্কৃত শব্দ লিখবার প্রয়োজনে সংযোজিত আরো দশটি বর্ণ

क़	ख़	ज़	ड़	ढ़	फ़	य़	ल़	त्	अँ
ক়	খ়	জ়	ড়	ঢ়	ফ়	য়	ল়	ৎ	অঁ
qua	qhua	za	ŕa	ŕha	fa	ya	lra	t	aṋ

প্রকাশকের নিবেদন

"আনন্দমার্গে চর্যাচর্য" , প্রথম খণ্ডের সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। কেন এই সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন সে সম্পর্কে গুটিকয়েক কথা বলতে চাই। আনন্দমার্গের প্রবক্তা ও প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তিজী মার্গের অদ্বৈতবাদী দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব ধারায় অনুগামীদের জন্য রচনা করেন ত্রিশাস্ত্র – ধর্মশাস্ত্র , দর্শনশাস্ত্র ও সমাজশাস্ত্র। "আনন্দমার্গে চর্যাচর্য" খণ্ডগুলি হ'ল মার্গের সমাজ - শাস্ত্র। সংঘের সামাজিক বিধিবিধান কেমন হবে , শিশুর জাতকর্ম , জন্মতিথিকৃত্য , বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠান — যেমন শিলান্যাস , গৃহপ্রবেশ , যাত্রাপ্রকরণ , প্রণামবিধি , বিবাহ , শ্রাদ্ধ , বৃক্ষরোপণ , ধর্মীয় পালা - পার্বণ ইত্যাদি যাবতীয় সামাজিক উৎসব - অনুষ্ঠানই বা কী পদ্ধতিতে পালিত হবে এ সম্পর্কে সুষ্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে প্রথম খণ্ডে। সংঘ প্রতিষ্ঠার শুরুতেই মার্গগুরু পুস্তকখানি প্রণয়ন করেন– ১৯৫৬ সালে। পরবর্তীকালে ষাট , সত্তর ও আশির দশকে প্রয়োজনীয় ভেবে আরও কিছু নোতুন নির্দেশ সংযোজন করেন। বাংলা , হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় বিভিন্ন সময়ে সেগুলিকে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। স্বভাবতই আলোচ্য বিষয়সূচীর ব্যাপারে বিভিন্ন সংস্করণে কিছুটা ভিন্নতা এসে যায়। কিছু মুদ্রাঙ্কন প্রমাদও থেকে যায়। এদিকে ভারতে

ও ভারতের বাইরে প্রধান প্রধান ভাষায় বইখানির অনুবাদ প্রকাশের প্রয়োজনও অনুভূত হয় l তাই সব দিক বিবেচনা করে সংঘের কেন্দ্রীয় সমিতিসর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে যথাশীঘ্র ইংরেজী , বাংলা ও হিন্দী ভাষায় এযাবৎ প্রকাশিত সব ক'টি সংস্করণ মিলিয়ে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত এক প্রামাণ্য অভিন্ন সংস্করণ প্রকাশ করা হোক যার ওপর ভিত্তি করে বইখানির অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করা যাবে l তদনুযায়ী চলতি বছরের গত ৩ রা ও ৪ ঠা জুন কলিকাতায় কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্যবৃন্দ যৌথভাবে বিভিন্ন ভাষায় সংস্করণগুলির প্রতিটি অধ্যায় ও প্যারাগ্রাফ খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করে সর্বসম্মত এক খসড়া পাণ্ডুলিপি তৈরী করেন l সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে প্রকাশনযোগ্য চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেওয়া হয় আচার্য শম্ভূশিবানন্দ অবধূত , আচার্য প্রণবানন্দ অবধূত ও আচার্য বিজয়ানন্দ অবধূতকে যথাক্রমে ইংরাজী , হিন্দী ও বাংলা সংস্করণের জন্য l আলোচ্য বর্ত্তমান বাংলা গ্রন্থখানি সেই প্রয়াসেরই ফলশ্রুতি l

আশা করি , পুস্তকখানি বহু আগ্রহী মানুষের আধ্যাত্মিক , সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠান পরিচালনায় ভাল ভাবেই কাজে লাগবে l - প্রকাশক * “

Bengali edition of Caryacarya I , II & III should be updated reconciling them with the latest English edition .

Thereafter these should be translated into English , Hindi and other lan guages from the original Bengali in order to avoid any mistake in earlier translations " (C.C. Resolutions , 3/1/91 , Calcutta) * " A new edition of Caryacarya , Part I shall be published at the earliest . A thorough review of Hindi / Bengali / English ver sions of the book shall be completed to assure that they [the books] are consistent and proper . (C.C. Resolutions , 31/5/95 Anandanagar)

সূচীপত্র

1 শিশুর জাতকর্ম ....
2 দীক্ষাপ্রণালী ....
3 সাধনা ....
4 তাত্ত্বিক , আচার্য ও পুরোধা ....
5 আত্মবিশ্লেষণ ....
6 আচার্যের সঙ্গে সম্পর্ক ....
7 প্রণাম বিধি ....
8 পাঞ্চজন্য ....
9 ধর্মচক্র ....
10 স্বাধ্যায় ....
11 ধর্মমহাচক্র ....
12 তত্ত্বসভা ....
13 জাগৃতি ....
14 শিলান্যাস ....
15 গৃহপ্রবেশ ....
16 বৃক্ষরোপণ ....
17 যাত্রাপ্রকরণ ....
18 বিবাহ - বিধি ....
19 আদর্শ গৃহস্থ ....
20 জন্মতিথিকৃত্য ....
21 সামাজিক উৎসবানুষ্ঠান ....

22 নিমন্ত্রণ – বিধি ....
23 পোষাক – পরিচ্ছদ ....
4 নারী ও পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক ....
25 জীবিকা নির্বাহ ....
26 নারীর জীবিকা ....
27 অর্থনীতি ....
28 আদর্শ দায়াধিকার ব্যবস্থা ....
29 বিজ্ঞান ও সমাজ ....
30 সামাজিক শাস্তি ....
31 শব সংকার ....
32 শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ....
33 বিধবা ....
34 ভুক্তিপ্রধান ....
35 সমাজমিত্রম্,স্মার্ত,জীবমিত্রম্ ও ধর্মমিত্রম্ ....
36 বিভিন্ন পর্ষদ ....
37 উপভুক্তিপ্রমুখ ....
38 সান্ধিবিগ্রাহিক,জনমিত্রম্ ও লোকমিত্রম্ ....
39 তোমাদের বিভিন্ন সংস্থা ....
40 তাত্ত্বিক,আচার্য,পুরোধা ও তৎসংশ্লিষ্ট পর্ষদ ....
41 অবধূত ও অবধূত পর্ষদ ....
42 মার্গীয় সম্পদ ....
43 গুরুবন্দনা ....

44 শেষ কথা ....

45 পরিশিষ্ট ....

অধ্যায় ১

শিশুর জাতকর্ম

(অন্নপ্রাশন ও নামকরণ)

জাতকর্ম : শিশুর ছয় মাস (ছয় মাস থেকে এক মধ্যে) বয়স হ'লে অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ জন গুরুভাই যে কোন একদিন একত্রে বসৰে ও শিশুকে তাদের সামনে শায়িত রাখৰে। তারপর প্রথমে আচার্য ও পরে সকলে (আচার্য উপস্থিত না থাকলে উপস্থিত বয়োজ্যেষ্ঠ) ৰলৰে–

“ ওঁং মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ।
মাধ্বীনঃ সন্ত্বোষধীঃ ।।
মধু নক্তমুতষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ।।
মধুমান্নো বনস্পতিমধুমাঁ অস্ত্র সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ।।
ওঁং মধু ওঁং মধু ওঁং মধু ।। ” *

---

* মন্ত্রার্থ :— বায়ু বহিয়া আনুক মধু , সমুদ্র ক্ষরণ করুক মধু , মধুময় হোক আমাদের ওষধি। দিবারাত্রি মধুপূর্ণ হোক , পৃথিবীর ধূলি হোক মধুমৎ , দেবলোক - পিতৃলোক প্রতিভাত হোক মধু রূপে , মধুমান হোক আমাদের বনস্পতি , মধু বিকিরণ করুক সূর্য , আমাদের গবীসমূহ (গৃহপালিত পশু)

মধুদাত্রী হোক। ব্রহ্ম মধু, ব্রহ্ম মধু, ব্রহ্ম মধু। * * বিঃ দ্রঃ সকল ভাষাভাষীর সুবিধার জন্য এই মন্ত্রটি কেবল সংস্কৃত ভাষায় পঠিত হবে।

তারপর মাতৃভাষায় বা সকলের বোধগম্য ভাষায় বলবে– " হে করুণাময় ব্রহ্ম, আজ এই যে শিশু আমাদের মধ্যে আমাদের সমাজে এসেছে, আমরা যেন সকলে মিলে তার গ্রাসাচ্ছাদন, চিকিৎসা ও শারীরিক উন্নতি বিধানে সক্ষম হই।" পরে প্রত্যেকে এক ঘটি জল (ঋতু অনুযায়ী শীতল বা অর্ধ উষ্ণ) নিয়ে অন্য একটি বৃহৎ পাত্রে ঢালবে ও তার পরে আবার বলবে–

" ওঁং মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ।
মাধ্বীনঃ সন্ত্বোষধীঃ ।।
মধু নক্তমুতষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ।।
মধুমান্নো বনস্পতিমধুমাঁ অস্ত্র সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ।।
ওঁং মধু ওঁং মধু ওঁং মধু ।। "

– " হে করুণাময় ব্রহ্ম, আজ এই যে শিশু আমাদের মধ্যে আমাদের সমাজে এসেছে, আমরা যেন উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা তার মানসিক উন্নতি বিধানে সক্ষম হই।"

পরে প্রথমোক্ত উপায়ে আবার এক ঘটি করে ওই রূপ জল সেই বৃহৎ পাত্রে ঢালবে ও তারপর বলবে–

" ওঁং মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ ।
মাধ্বীনঃ সন্ত্বোষধীঃ ।।
মধু নক্তমুতষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ।।
মধুমান্নো বনস্পতিমধুমাঁ অস্ত্র সূর্যঃ ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ।।
ওঁং মধু ওঁং মধু ওঁং মধু ।। "

— " হে করুণাময় ব্রহ্ম , আজ এই যে শিশু আমাদের মধ্যে আমাদের সমাজে এসেছে , আমরা যেন উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা তার আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানে সক্ষম হই । " তারপর আবার ওই রূপ উপায়ে সকলে জল ঢালবে ও ৰলৰে-

" ওঁং মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ ।
মাধ্বীনঃ সন্ত্বোষধীঃ ।।
মধু নক্তমুতষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ।।
মধুমান্নো বনস্পতিমধুমাঁ অস্ত্র সূর্যঃ ।

মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ।।

ওঁং মধু ওঁং মধু ওঁং মধু ।। ”

– “ হে করুণাময় ব্রহ্ম , আজ এই যে শিশু রূপে তুমি আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছ , এর মধ্যে আমরা যেন তোমার ব্যাপক বিকাশ দেখতে পাই । ”

– “ আমরা মিলিত ভাবে এই শিশুর নাম রাখলুম ... ... । ”

অতঃপর শিশুর অভিভাবক শিশুকে ওই পবিত্র জলে স্নান করাবে । তারপর শিশু প্রথম অন্ন (solid food) গ্রহণ করবে । এক্ষেত্রে প্রীতিভোজের ব্যাপার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন । সেটা ব্যষ্টিবিশেষের আর্থিক সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করবে । ধার বা কর্জ করে প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করা নিষেধ ।

সন্তান প্রসবের একুশ দিন পরে শিশু ও প্রসূতি স্নানান্তে লৌকিক বিচারে শুচি বলে গণ্য হবে ।

সূচীপত্র

অধ্যায় —২

দীক্ষাপ্রণালী

শিশুকে পাঁচ বৎসর বয়সে পিতা , মাতা , ভ্রাতা , ভগিনী বা যে কোনও অভিভাবক ‘ নাম মন্ত্রে ’ দীক্ষা দেবে অর্থাৎ পাঁচ বৎসর বয়সে যখন শিশুর বেশ জ্ঞান হৰে তখন তাকে পদ্মাসনে বসতে শিখিয়ে হাত দু'টির আঙ্গুল একে অন্যের মধ্যে না ঢুকিয়ে হাত দু'টি ওপর - নীচে করে রেখে মেরুদন্ড 57 সোজা করে বসিয়ে শিশুকে ভাবতে শেখাৰে যে তার চারিপার্শ্বে যা ’ কিছু আছে বা যা কিছু সে দেখছে তা ' সবই ব্রহ্ম । এই ভাবে তাকে দীক্ষা দেবে ।

তারপর দ্বাদশ বৎসর বয়সে আচার্যের কাছ থেকে “ সাধারণ যোগে ” দীক্ষা নেবে ও ষোড়শ বৎসর বয়সে বা তার পরে যে কোনও বয়সে আচার্যের কাছ থেকেই “ সহজ যোগে ” দীক্ষা নেবে ।

অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে ষোড়শের পূর্বেই আসন শেখানো যেতে পারে ।

যারা সহজ যোগে অভ্যস্ত তাদের মধ্যে যদি উগ্র ইচ্ছা ও প্রত্যহ যথেষ্ট পরিমাণ সময় হাতে থাকে পুরোধাগণ তা বিবেচনা করে কিছু ও সংখ্যক লোককে “ বিশেষ যোগে ” দীক্ষা দেবে । দীক্ষা দানের জন্য আচার্য বা পুরোধা তাঁদের শিক্ষা ভাইদের কাছ থেকে কোনও পারিশ্রমিক নিতে পারবে না , কিন্তু আচার্য বা পুরোধার যাতে আর্থিক সঙ্গতি রক্ষা পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা মার্গের প্রতিটি লোকের অবশ্য কর্তব্য ।

যাদের বয়স বারোর বেশী তাঁদের নামমন্ত্রে দীক্ষা দেবার অধিকার আচার্য , তাত্ত্বিক ও ধর্মমিত্রদেরই থাকৰে । এজন্য তারা কোন পারিশ্রমিক নেবে না । এতে দক্ষিণা বিধি প্রারম্ভিক , সাধারণ ও সহজ যোগের মত । নামমন্ত্রে কোন শুদ্ধি বা মন্ত্রোচ্চারণের মাত্রাগত বিধি নেই । নামমন্ত্র প্রাপ্ত মানুষেরা যাতে ধীরে ধীরে যম - নিয়ম বিধি শিখে নিতে পারে তার ব্যবস্থাও করে দিতে হবে । যত দূর সম্ভব , এক সঙ্গে একাধিক মানুষকে নামমন্ত্রে দীক্ষা না দেওয়াই ভাল । চার জনের বেশী লোককে এক সঙ্গে নামমন্ত্র দেওয়া চলবে না ।

দীক্ষা গ্রহণকারীর নামকরণ

যার নাম সংস্কৃত ভাষায় নয় তাকে দীক্ষা দানকালে অথবা দীক্ষা দানের পর কিছু দিনের মধ্যে আচার্য সংস্কৃত ভাষায় নূতন ভাবে তার নামকরণ করবে । নামান্তে ‘ দেব ’ শব্দ থাকৰে । পদবী সম্বন্ধে মানুষবিশেষ নিজের ইচ্ছামত চলৰে । তবে ‘ দেব ’ পদবীর ব্যবহার যত বেশী হয় ততই ভাল । নূতন নামই তার বৈবহারিক কাজে চলৰে । নামকরণ যত দূর সম্ভব সংস্কৃত ভাষায় হ ’ লেও তোমরা সমস্ত ভাষাকেই সমান সম্মান করবে ও সমান সুযোগ দেবে ।

দীক্ষাদান

১) কেবলমাত্র বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রেই দুরূহ “ বিশেষ যোগ ” শেখানো হবে — পুরোধা শেখাবে ।

২) উপযুক্ত আগ্রহশীল ব্যষ্টিকে “ সহজ যোগ ” শেখানো হবে — তা ’ আচার্য শেখাবে ।
৩) “ সহজ যোগ ” –এর অভ্যাস যার পক্ষে অসুবিধাজনক বা অন্য কোনও কারণ থাকলে আচার্য ব্যষ্টিবিশেষকে “ সাধারণ যোগ ” শেখাৰে । সাধারণ যোগে খাদ্যাখাদ্য বিচার নেই , কারণ তাতে আসন নেই ।
৪) “ সাধারণ যোগ ” যার পক্ষে অসুবিধাজনক , আচার্য তাকে “ প্রারম্ভিক যোগ ” শেখাবে । প্রারম্ভিক যোগেও আসন না থাকায় খাদ্যাদির ব্যাপারে বিচার নেই । যার আসন অভ্যাসের অত্যন্ত ইচ্ছা অথবা যার শারীরিক বা মানসিক কারণে আসন শেখা দরকার , আচার্য ইচ্ছা করলে সেক্ষেত্রে প্রারম্ভিক যোগেও আসন শেখাতে পারে । আচার্যের সময় কম থাকলে উন্নত সংস্কারযুক্ত ব্যষ্টিকেও প্রথমটায় প্রারম্ভিক যোগ শেখাৰে । পরে তার যোগ্যতার যথেষ্ট প্রমাণ পেলে সাধারণ বা সহজ যোগ শেখাৰে । আসনাভ্যাসী প্রারম্ভিক যোগীকেও আসন সংক্রান্ত নিয়মাদি মেনে চলতে হবে ।
৫) প্রারম্ভিক , সাধারণ ও বিশেষ ক্ষেত্রে সহজ যোগের দীক্ষা প্রতীকের সামনে দেওয়া হৰে

সূচীপত্র

অধ্যায় ৩

সাধনা

ধর্মসাধনার উদ্দেশ্য সর্বাত্মক উন্নতি I সাধনা জগৎকে বর্জন করতে শেখায় না — সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম সম্পদকে যথাযথ ভাবে কাজে লাগানোই সাধনা I সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন একটা সুষ্ঠু ধারা মেনে চলা দরকার , ঠিক তেমনই শারীরিক ও মানসিক ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এগিয়ে চলা দরকার I

শরীর ও মনকে সুস্থ রেখে এগিয়ে চলতে গেলে নিম্নলিখিত কয়েকটি স্তর মেনে চলা দরকার : **(১) যম সাধনা ও (২) নিয়ম সাধনা I**

যম ও নিয়ম সাধনাসংক্রন্ত বিশেষ শিক্ষা আচার্যের কাছ থেকে নিতে হবে I জগতের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতে হবে তা ’ সম্পূর্ণভাবে এতে শেখানো হয়েছে I যম - নিয়মের মধ্যে আদর্শ মানবত্বের বীজ নিহিত রয়েছে I যারা এতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারা অবিদ্যাশ্রয়ী অষ্ট পাশ ও ষড় রিপুর ৰন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে I এ ক্ষেত্রে এ কথা মনে রাখা দরকার যে রিপু ও পাশকে জয় করা ও তাদের ত্যাগ করা এক জিনিস নয় I বেঁচে থাকতে গেলে রিপু পাশকে রাখতে হবে– তবে তুমি তাদের অধীনে থাকৰে না , তারা তোমার অধীনে থাকৰে I

(৩) **আসন** : যে অবস্থায় স্থিরভাবে সুখে থাকা যায় তার নাম আসন । আসন শরীরের গ্রন্থিসমূহকে ত্রুটিমুক্ত করে , মনকে সাধনার উপযুক্ত করতে সাহায্য করে । আচার্যের অনুমতি না নিয়ে আসন করা উচিত নয় ।

(৪) **প্রাণায়াম** : প্রাণবায়ুর সঙ্গে মনের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক । বায়ুর চাঞ্চল্যে মনের চাঞ্চল্য , মনের চাঞ্চল্যে বায়ুর চাঞ্চল্য । প্রাণায়ামে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বায়ু নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় মনও নিয়ন্ত্রিত হয় । তার ফলে সাধনায় বিশেষ সুবিধা হয় । প্রাণায়াম না শিখলে ধ্যানাভ্যাস কিছুটা সময়সাপেক্ষ হয়ে পড়ে । প্রাণায়াম আচার্যের কাছে শিখবে , অন্যথায় বিপদের সম্ভাবনা ।

(৫) **প্রত্যাহার** : ' প্রত্যাহার ' শব্দের অর্থ ফিরিয়ে নেওয়া । চঞ্চল মন যখন অবাধ্যভাবে কোন বিশেষ বিষয়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে তখন তাকে ফিরিয়ে আনা । মার্গগুরুর উদ্দেশ্যে ' বর্ণার্ঘ্যদান ' প্রত্যাহারের সব চেয়ে সহজ পন্থা । মার্গগুরুকে স্থূলভাবে কাছে না পেলেও ' বর্ণার্ঘ্যদান ' অভ্যাস করা যাবে । প্রত্যাহার আচার্য শেখাবে ।

(৬) **ধারণা :** চিত্তকে কোনও বিশেষ দেশে আৰ্দ্ধ রাখার নাম ' ধারণা ' (conception) । উপযুক্ত ব্যষ্টিকে আচার্য এর পদ্ধতি শিখিয়ে দেৰে ।

(৭) **ধ্যান :** তৈলধারাবৎ চিত্তের একতানতার নাম ‘ ধ্যান ’ । মনের সকল বৃত্তি ধ্যেয়তে নির্দ্ধ রাখতে হয় ।
(৮) **সমাধি :** আচার্য - উপদিষ্ট ধ্যানপদ্ধতি অনুসরণ করে যখন চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয় সেই অবস্থার নাম ‘ সমাধি ’ (নির্বিকল্প) ।

ঈশ্বর - প্রণিধানের দ্বারা যে সমাধি হয় তা’ তে আমিত্বের তথা চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ হয় না বটে কিন্তু তাতে ভূমাত্বে স্থিতিলাভ হয় — জীব অনন্তত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় , সেই অবস্থাকেও ‘ সমাধি ’ (সবিকল্প) ৰলা হয় ।

অধ্যায় ৪

তাত্বিক , আচার্য ও পুরোধা

(ক) যারা নিষ্ঠাবান , তেজস্বী , দর্শন ৰোঝে ও ৰোঝাতে পারে ও তীক্ষ্ণ ৰুদ্ধিসম্পন্ন , কেবলমাত্র তারাই আচার্য হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হৰে ।
(খ) যে সকল আচার্যের অন্ততঃ পাঁচ শত জন শিক্ষা ভাই আছে , তাদের মধ্যে যারা দুরুহ বিশেষ যোগে অভিজ্ঞ , কেবল মাত্র তারাই পুরোধার শিক্ষা পাবে ।
(গ) যারা অন্ততঃ কুড়ি জন (বিশেষ ক্ষেত্রে , পাঁচ জন) লোককে আধ্যাত্মিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করতে পারবে তারা তাত্বিকের কাজের শিক্ষা পাৰে ।

(ঘ) মার্গের দায়িত্বপূর্ণ পদগুলির জন্য যতদূর সম্ভব পুরোধাগণকেই নির্বাচিত বা মনোনীত করা হবে । মার্গের আদর্শের সার্বভৌম প্রচারের দিকে লক্ষ্য রেখে কেন্দ্রীয় সমিতির (কেন্দ্রীয় সংস্থা) সম্মতি অনুসারে ও পুরোধাপ্রমুখের স্বীকৃতি সাপেক্ষে এই নিয়মের সাময়িক শিথিলতা করা যেতে পারে ।

সূচীপত্র

অধ্যায় ৫

আত্মবিশ্লেষণ

যদি কেউ যম - নিয়মের বিরোধী কোন আচরণ করে , তবে সেই দিন কিংবা আগামী ধর্মচক্রের দিন যে কোন আচার্যের কাছে নিজের দোষ স্বীকার করবে ও শাস্তি চেয়ে নেবে ।
আচার্য দোষী ব্যষ্টিকে শারীরিক কিংবা মানসিক শাস্তি দেবে ; আর্থিক কিংবা অন্য কোন প্রকারের শাস্তি দেবে না । আচার্য সমাজসেবার জন্য শাস্তি দেবার চেষ্টা করবে কিন্তু কোন প্রকারে দোষী মানুষের কাছ থেকে নিজের সেবা নেৰে না ।

যদি দোষ নিবারণের সম্ভাবনা থাকে তবে শাস্তি না দিয়ে অপরাধীকে দিয়ে দোষ নিবারণ করিয়ে নেবে ও ভবিষ্যতে সাবধান থাকতে নির্দেশ দেৰে।

গুরুতর অপরাধ হ’ লে আচার্য সর্ব সমক্ষে শাস্তি দিতে পারে কিন্তু অপরাধের বিষয়বস্তু অভিপ্রকাশ করৰে না।

দোষযুক্ত আচরণ হোক আর নাই হোক , আচার্যের (এক্ষেত্রে ‘ আচার্য ’ মানে যে কোন আচার্য) সামনে একটি বিবরণ দেবে যে সে যম - নিয়মের সিদ্ধান্ত কত দূর পালন করছে। এই সম্পর্কে পূর্বের বিবরণের তারিখ মনে রাখতে হৰে।

সূচীপত্র

অধ্যায় ৬

আচার্যের সঙ্গে সম্পর্ক

আগেকার কোন সম্পর্ক না থাকলে আচার্যের সঙ্গে বয়সগত দাদা বা ভাই সম্পর্ক ও সেরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষাভাই বয়সে ছোট হলেও আচার্যের পদধূলি গ্রহণ করবে , আর আচার্য বয়সে ছোট হলেও শিক্ষাভাই ইচ্ছা করলে তার পদধূলি নিতে পারে — সাষ্টাঙ্গে নয়। গুরুভাইদের পক্ষেও এ নিয়ম প্রযোজ্য। আচার্যকে সর্বদা মর্যাদাযুক্ত শব্দের দ্বারা সম্বোধন করবে।

অধ্যায় ৭

প্রণাম বিধি

প্রণাম তিন প্রকার : ১) সাষ্টাঙ্গ প্রণাম , ২) চরণস্পর্শ প্রণাম , ৩) নমস্কার ।

(১) **সাষ্টাঙ্গ প্রণাম** : এই মুদ্রা সরলতার প্রতীক । কেবল মাত্র মার্গগুরুর উদ্দেশ্যেই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বিধেয় । এটা মার্গের প্রতি সরলতার পরিচয় দেয় । মেয়েরা সাষ্টাঙ্গ প্রণামের পরিবর্তে শিরস্পর্শ করে প্রণাম করতে পারে ।

সূচীপত্র

(২) **চরণস্পর্শ প্রণাম** : প্রথমে হস্ত দ্বারা প্রণম্য ব্যষ্টির চরণ স্পর্শ করে সেই হস্ত স্বীয় মস্তকে স্পর্শ করানোর নামই চরণস্পর্শ প্রণাম । যারা লৌকিক কিংবা আধ্যাত্মিক বিচারে তোমার পূজনীয় কেবল তাঁদেরই এই প্রণাম করা চলবে । ওই সকল মানুষ ব্যতিরেকে অন্য কাউকে চরণস্পর্শ করে প্রণাম যত দূর সম্ভব করবে না । যাকে তুমি শ্রদ্ধা কর না সে যেই হোক তাকে চরণস্পর্শ করে প্রণাম কোরো না ।

(৩) **নমস্কার** : প্রথমে হাত দু' টি জোড় করে দু' হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ত্রিকুটি (আজ্ঞা চক্র) স্পর্শ করে মাথা না ঝুঁকিয়ে এক পরমাত্মা জ্ঞানে

অভিবাদন করার নাম নমস্কার। নমস্কার সবাইকেই (সমবয়স্ক বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক মানুষ) করা যাবে।

কাউকেই তুমি করমর্দন করবে না কারণ এটা স্বাস্থ্যতত্ব বিরোধী। কাউকে কুর্ণিশও করবে না , কারণ তুমি কারুর গোলাম নও। সেই জন্য গোলামির প্রতীক কুর্ণিশ করা সম্পূর্ণ নিষেধ।

সূচীপত্র

অধ্যায় ৮

পাঞ্চজন্য

প্রতিদিন প্রাতঃ পাঁচ ঘটিকায় সাধকেরা সমবেত ভাবে স্থানীয় জাগৃতিতে ও জাগৃতি না থাকলে নির্দিষ্ট কোন সুবিধাজনক স্থানে মিলিত হয়ে ৫ মিনিট প্রভাত - সঙ্গীত , ১৫ মিনিট কীর্ত্তন ও অন্ততঃ ১০ মিনিট মিলিত ঈশ্বর - প্রণিধান করবে। রবিবার ছাড়া সপ্তাহের অন্যান্য দিন এই নিয়ম পালন করবে। রবিবার দিন ১০ মিনিট প্রভাত - সঙ্গীত , ১৫ মিনিট কীর্ত্তন ও কমপক্ষে ১০ মিনিট ঈশ্বর প্রণিধান করবে। প্রাতঃকালীন এই অনুষ্ঠান ‘ পাঞ্চজন্য ' নামে অভিহিত হবে।

সূচীপত্র

অধ্যায় ৯

ধর্মচক্র

একত্রিত ভাবে ঈশ্বর - প্রণিধান ও ধর্মীয় আলোচনা করার নাম ‘ ধর্মচক্র ’ ।

সকলে সারিবদ্ধ ভাবে পাশাপাশি বসৰে , মেয়েরা পৃথক সারিতে বসৰে । যে যখন আসৰে কারো সঙ্গে কোন কথা না ৰলে উপযুক্ত স্থানে বসে পড়ৰে ।

নির্দিষ্ট সময়ে ঈশ্বর - প্রণিধান করবে । কাজ হয়ে যাবার পর নিঃশব্দে মিলিত সভার জন্যে অপেক্ষা করবে ।

ঈশ্বর - প্রণিধানের জন্য আচার্য কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় উৎক্রান্ত হয়ে যাবার পর সঙ্কেত পাওয়া মাত্র বাকীরা (যারা তখনও ঈশ্বর - প্রণিধানে রত ছিল) ঈশ্বর - প্রণিধান থেকে উঠে পড়ৰে ও মিলিত সভায় যোগদান করবে ।

ঈশ্বর - প্রণিধানের প্রারম্ভে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি আবৃত্তি করবে– “

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্ ।

দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে ।।

সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ ।

সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ” ।

নির্দেশ :

১) প্রতি রবিবার স্থানীয় আচার্য কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ে ধর্মচক্রের ব্যবস্থা করতে হবে । উৎসবের দিনেও ধর্মচক্রের ব্যবস্থা করতে পার ।

২) সুস্থাবস্থায় সাপ্তাহিক ধর্মচক্রে যোগদান করতেই হবে । রাজকার্য কিংবা রোগীর সেবার জন্য যদি কেউ নির্দিষ্ট সময়ে ধর্মচক্রে যোগদান করতে না পারে , তবে ওই দিন যে কোন সময়ে জাগৃতিতে এসে ঈশ্বর - প্রণিধান করে নেৰে । যদি তাও সম্ভব না হয় তবে সপ্তাহান্তে এক ৰেলা উপবাস করবে ।

৩) ধর্মচক্রে সকলে অবশ্যই সমান আসনে বসৰে ও সমাজসম্মত বস্ত্র ব্যবহার করবে ।

৪) ধর্মপিপাসু অ - মার্গীরা নিজ নিজ উদ্দেশ্য জানিয়ে জাগৃতি - পরিচালকের অনুমতি নিয়ে দর্শক বা শ্রোতা হিসাবে

মন্ত্রার্থ : – (১) সবাই এক সঙ্গে চলো , সবাই একই ভাবধারা প্রকাশ করো , তোমাদের সকলের মনকে নিয়ে একটি বিরাট মন সৃষ্টি করো । (২) পূর্বকালে দেবতারা যেরূপ মিলিতভাবে যজ্ঞের হবিঃ গ্রহণ করতেন , তোমরাও তদ্রূপ মিলিত ভাবে জগতের যাবতীয় সম্পদ সকলে ব্যবহার করো । (৩) তোমাদের সকলের একই আদর্শ হোক , তোমরা সকলে সকলের সঙ্গে অভিন্নহৃদয় হও । (৪) তোমাদের সকলের মনকে এক ভাবে গড়ে তোল যাতে তোমরা সকলে সুন্দরভাবে মিলে যেতে পার ।

ধর্মচক্রে উপস্থিত থাকতে পারেন। ধর্মচক্রে প্রশ্নোত্তর করার অধিকার কেবল মাত্র আনন্দমার্গীদেরই থাকবে — অ - মার্গীদের নয়। অ - মার্গীদের ধর্মচক্রে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া না দেওয়া সম্পূর্ণ ভাবে জাগৃতি - পরিচালকের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে। জিজ্ঞাসু অ - মার্গীদের সুবিধার জন্য তত্ত্বসভার ব্যবস্থা করবে।

সূচীপত্র

অধ্যায় ১০

স্বাধ্যায়

আধ্যাত্মিক ভাবসূচক আনন্দমার্গীয় ধর্মপুস্তক সাধকের সামনে পড়ে বুঝিয়ে দেওয়াকে বলা হবে ঔপাধ্যায়িক স্বাধ্যায়। আনন্দমার্গীয় ধর্মপুস্তক বলতে বুঝি ‘ সুভাষিত - সংগ্রহ ’ (সকল খণ্ড) , ‘ আনন্দ - বচনামৃতম্ ’ (সকল খণ্ড) , ‘ নমঃ শিবায় শান্তায় ’ , ‘ নমামি কৃষ্ণসুন্দরম্ ’ গ্রন্থগুলিকে। অবশিষ্ট পুস্তকগুলিকে বলতে পারি সহযোগী ধর্মপুস্তক। আমাদের দর্শনশাস্ত্র বলতে বুঝি ‘ আনন্দসূত্রম্ ’ - কে আর সমাজশাস্ত্র বলতে বুঝি ‘ চর্যাচর্য ’ (তিন খণ্ড) গ্রন্থগুলিকে।

সূচীপত্র

অধ্যায়   ১১

ধর্মমহাচক্র

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত ধর্মচক্রকে ‘ ধর্মমহাচক্র ’ ৰলা হবে। ধর্মমহাচক্র অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে অনুষ্ঠিত হলে তাকে ‘ ধর্মমহাসম্মেলন ’ নামে অভিহিত করা চলবে। ধর্মমহাচক্র ও ধর্মমহাসম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রথমাংশে থাকবেই। ধর্মমহাচক্র ও Ener THES তাণ্ডব ও কৌষিকী নৃত্য ধর্মমহাসম্মেলন উপলক্ষ্যে তাণ্ডব নৃত্য সহ শোভাযাত্রা অবশ্যই করণীয়। -

অধ্যায়   ১২

তত্ত্বসভা

কেন্দ্রীয় সমিতি , ভুক্তি - সমিতি বা গ্রাম - সমিতি কিংবা প্রচারকেরা নিজেদের চেষ্টায় সুবিধা মত মধ্যে মধ্যে প্রকাশ্য তত্ত্বসভার আয়োজন করবে। তাতে তারা বাইরের লোকদেরও যোগদানে অনুমতি দিতে পারবে , কিন্তু সাধনা সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করবে না।

সূচীপত্র

অধ্যায় ১৩

জাগৃতি

তোমরা মিলিত প্রচেষ্টায় জাগৃতিভবন (সাধারণ পূজাস্থান) তৈরী করবে I জাগৃতিগুলিকে তোমাদের একত্রিত হবার ও মিলিতভাবে ধর্মানুষ্ঠান করবার স্থান রূপে ব্যবহার করবে I জাগৃতি আনন্দমার্গীদের সাধারণ সম্পত্তি , এর পবিত্রতা রক্ষা করবে I

অধ্যায় ১৪

শিলান্যাস

মিলিত ঈশ্বর - প্রণিধান করবে ও তারপর প্রধান ব্যষ্টি ইষ্টক স্থাপন করতে করতে ৰলৰে : - **“ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু I ”**

তারপর সকলে এক সঙ্গে ৰলৰে– - “ আজকের এই শিলান্যাস সর্বতোভাবে সার্থক হোক I এই শিলার কাছে প্রতিবেশীরা মধুময় হোক , প্রতিবেশীদের কাছে এই শিলা মধুময় হোক I এই শিলার ওপর আমরা যেন দ্রুত কুটির নির্মাণ করতে পারি I ” “ ওঁ শান্তিঃ , ওঁ শান্তিঃ , ওঁ শান্তিঃ ”

সূচীপত্র

অধ্যায় ১৫

গৃহপ্রবেশ

গৃহকে সুসজ্জিত করে (পত্র , পুষ্প , ঘটাদির দ্বারা) প্রত্যুষে প্রথমে গৃহকর্ত্রী ও তৎপশ্চাতে ওই পরিবারের অন্যান্য নারীরা গৃহপ্রবেশ করৰে (দীক্ষিতেরা গুরুমন্ত্র স্মরণ করে ') I অতঃপর শঙ্খধ্বনি করা কালে পুরুষেরা গৃহে প্রবেশ করবে , তাদের সঙ্গে আমন্ত্রিত পুরুষ ও নারীরাও থাকৰে I অতঃপর তারা আচার্যকে (বা বয়োজ্যেষ্ঠকে) অনুসরণ করে সমবেত কন্ঠে ৰলৰে–

" ওঁং মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ I
মাধ্বীনঃ সন্ত্বোষধীঃ II
মধু নক্তমুতষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ I
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা II
মধুমান্নো বনস্পতিমধুমাঁ অস্ত্র সূর্যঃ I
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ II
ওঁং মধু ওঁং মধু ওঁং মধু II "

– " আজকের এই গৃহপ্রবেশ সর্বতোভাবে সার্থক হোক I এই গৃহবাসীদের কাছে প্রতিবেশীরা মধুময় হোক্ । প্রতিবেশীদের কাছে এই গৃহবাসীরা মধুময় হোক I এই গৃহের কাছে গৃহবাসীরা মধুময় হোক I

গৃহকে যেন আমরা যথাযোগ্য ভাবে সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধন করতে পারি। গৃহ যেন আমাদের শান্তিময় আশ্রয় দিতে পারে। - " ওঁ শান্তিঃ , ওঁ শান্তিঃ , ওঁ শান্তিঃ " ।।

সূচীপত্র

অধ্যায় ১৬

বৃক্ষরোপণ

গুরুমন্ত্র জপ করতে করতে প্রথমে বৃক্ষরোপণ করবে। তারপর সামান্য জল সেচন করতে করতে ৰলৰে (মিলিত উৎসব করলে আচার্য বা বয়োজ্যেষ্ঠকে অনুসরণ করবে) – —

" আজকের রোপিত এই বৃক্ষ যেন ফল , ফুল , গন্ধ , মধু , পত্র ও ছায়ার দ্বারা আমাদের কাছে মধুময় হয়ে ওঠে। আমরা যেন সেবা , খাদ্য , জল , বায়ু ও আলোক দানের ব্যবস্থার দ্বারা এর কাছে মধুময় হয়ে উঠি। " –

" ওঁ শান্তিঃ , ওঁ শান্তিঃ , ওঁ শান্তিঃ। "

তুলসী , নিম , অশোক , ইয়ুক্যালিপ্‌টাস প্রভৃতি বিশেষ উপকারী বৃক্ষগুলিকে , ফলতরু ও ছায়াতরুগণকে সযত্নে , সশ্রদ্ধায় প্রতিপালন করবে।

সূচীপত্র

অধ্যায়   ১৭

যাত্রাপ্রকরণ

যাত্রাদিকালে তোমরা তিথি - নক্ষত্রাদি বিচার করবে না। গুরুমন্ত্রের দ্বারা যাত্রায় ব্রহ্মভাবনা আরোপ করে প্রয়োজনমত স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হবে।

তিথি - নক্ষত্রাদি বিচার করে চলতে গেলে সর্বদা সঙ্গে একটি করে পঞ্জিকা রাখতে হয় , যা ' সম্পূর্ণ ভাবেই বাস্তব ধর্মবিরোধী।

অধ্যায়   ১৮

বিবাহ   বিধি

আর্থিক অবস্থানুযায়ী বিবাহ - গৃহ ও বিবাহ - আসর রুচিসম্মত ভাবে সাজাৰে ও সম্ভব ক্ষেত্রে বাদ্য ও সঙ্গীতের দ্বারা উৎসবপ্রাঙ্গন মুখরিত করবে। বিবাহ আসরে একটা উঁচু জায়গায় প্রতীক স্থাপন করবে। বিবাহের সময় গন্ধযুক্ত ধূপ ব্যবহার করতে পার। বিবাহে অন্ততঃ দশ জন উপস্থিত থাকবেন। পরিচ্ছন্ন ' বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে পাত্র - পাত্রী আসরে প্রবেশ করবে ও পরস্পর সম্মুখীন হয়ে আসন গ্রহণ করবে। শঙ্খধ্বনি বা অন্য কোন প্রকারের মঙ্গলধ্বনির দ্বারা উপস্থিত ব্যষ্টিবর্গ তাদের আহ্বান জানাৰে। আচার্যের নির্দেশ পাওয়ার পর সমবেত ঈশ্বর - প্রণিধান করে নেবে।

দুই জন আচার্য (এক জন পাত্রপক্ষে , অন্য জন পাত্রীপক্ষে , অভাবে এক জন আচার্য , অভাবে এক জন বয়োজ্যেষ্ঠ) বিবাহে পৌরোহিত্য করবে । বিবাহের মন্ত্র ঃ প্রথমে আচার্য ৰলৰে–

" ওঁং মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ ।
মাধ্বীনঃ সন্ত্বোষধীঃ ।।
মধু নক্তমুতষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ।।
মধুমান্নো বনস্পতিমধুমাঁ অস্ত্র সূর্যঃ ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ।।
ওঁং মধু ওঁং মধু ওঁং মধু ।। "

তারপরে আচার্যের মুখ থেকে শুণে বিবাহার্থী পুরুষ ৰলৰে– " আমি পরম ব্রহ্ম তথা মার্গগুরুদেবের নামে শপথ করে ৰলছি , শ্রীমতী . ... কে আমি স্বেচ্ছায় স্ত্রী রূপে গ্রহণ করছি । আজ থেকে আমি তার গ্রাসাচ্ছাদন , শিক্ষা , চিকিৎসা প্রভৃতির সর্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করলুম । " তারপর আচার্য ৰলৰে–

" ওঁং মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ ।
মাধ্বীনঃ সন্ত্বোষধীঃ ।।
মধু নক্তমুতষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ।।

মধুমান্নো বনস্পতিমধুমাঁ অস্ত্র সূর্যঃ ।

মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ।।

ওঁং মধু ওঁং মধু ওঁং মধু ।। ”

অতঃপর বিবাহার্থিনী নারী ৰলৰে- “ আমি পরম ব্রহ্ম তথা মার্গগুরুদেবের নামে শপথ করে বলছি , আমি শ্রী .... কে স্বেচ্ছায় স্বামী রুপে গ্রহণ করছি । আজ থেকে তার সংসার পরিচালনার সমস্ত ভার গ্রহণ করলুম । ” অতঃপর আচার্য ৰলৰে–

“ ওঁং মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ ।

মাধ্বীনঃ সন্ত্বোষধীঃ ।।

মধু নক্তমুতষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ ।

মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ।।

মধুমান্নো বনস্পতিমধুমাঁ অস্ত্র সূর্যঃ ।

মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ।।

ওঁং মধু ওঁং মধু ওঁং মধু ।। ”

অতঃপর বিবাহার্থী পুরুষ ৰলৰে- “ আমি পরম ব্রহ্ম তথা মার্গগুরুদেবের নামে শপথ করে বলছি , আমি স্বেচ্ছায় শ্রীমতী .... কে স্ত্রী রুপে গ্রহণ করছি । আমি আজ থেকে তার মানসিক শান্তিরক্ষায় ও মানসিক উন্নতি বিধানে সর্বপ্রকারে সচেষ্ট থাকৰ । ”

“ ওঁং মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ ।

মাধ্বীনঃ সন্ত্বোষধীঃ ।।

মধু নক্তমুতষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ ।

মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ।।

মধুমান্নো বনস্পতিমধুমাঁ অস্ত্র সূর্যঃ ।

মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ।।

ওঁং মধু ওঁং মধু ওঁং মধু ।। ”

অতঃপর বিবাহার্থিনী নারী ৰলৰে– “ আমি পরম ব্রহ্ম তথা মার্গগুরুদেবের নামে শপথ করে বলছি , আমি শ্রী .... কে স্বেচ্ছায় স্বামী রূপে গ্রহণ করছি । আজ থেকে আমি তার মানসিক শান্তিরক্ষায় ও মানসিক উন্নতিবিধানে সর্বপ্রকারে সচেষ্ট থাকৰ । ” অতঃপর আচার্য ৰলৰে–

“ ওঁং মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ ।

মাধ্বীনঃ সন্ত্বোষধীঃ ।।

মধু নক্তমুতষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ ।

মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ।।

মধুমান্নো বনস্পতিমধুমাঁ অস্ত্র সূর্যঃ ।

মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ।।

ওঁং মধু ওঁং মধু ওঁং মধু ।। ”

অতঃপর বিবাহার্থী পুরুষ ৰলৱে– “ আমি পরম ব্রহ্ম তথা মার্গগুরুদেবের নাম শপথ করে বলছি , আমি শ্রীমতী .... বে স্ত্রী রুপে গ্রহণ করলুম । আমি আজ থেকে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানে সর্ব প্রকারে সচেষ্ট থাকৰ । ” অতঃপর আচার্য ৰলৱে

“ ওঁং মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ ।

মাধ্বীনঃ সন্ত্বোষধীঃ ।।

মধু নক্তমুতষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ ।

মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ।।

মধুমান্নো বনস্পতিমধুমাঁ অস্ত্র সূর্যঃ ।

মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ।।

ওঁং মধু ওঁং মধু ওঁং মধু ।। ”

তারপর বিবাহার্থিনী নারী ৰলৱে- “ আমি পরম ব্রহ্ম তথা মার্গগুরুদেবের নামে শপথ করে বলছি , আমি শ্রী .... কে স্বামী রুপে গ্রহণ করলুম । আমি আজ থেকে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানে সর্বপ্রকারে সচেষ্ট থাকৰ । ” (উপস্থিত ব্যষ্টিবর্গ অন্ততঃ দশ জন) আচার্যকে অনুসরণ করে বলবেন– “ পরম ব্রহ্ম তথা মার্গগুরুদেবের নামে শপথ করে বলছি ,

আমরা এই বিবাহে সাক্ষী রইলুম। করুণাময় ব্রহ্মের কৃপায় আমরা যেন এই নবদম্পতির সর্বাত্মক উন্নতি বিধানে যথাযথ ভাবে সাহায্য করতে পারি।" অতঃপর নব বর - বধূ পরস্পরকে মালা পরিয়ে দেবে ও মালা বদল করবে (তিনবার)। মালার অভাবে ফুল দেবে। বর ইচ্ছা করলে বধূর সিঁথিতে সিন্দুর দেবে (তিনবার) , বধূও ইচ্ছা করলে বরের ত্রিকুটিতে সিন্দুরের টিপ * দিতে পারে। নব বর বধূ হাতে হাত মেলাবে। শঙ্খধ্বনি বা অন্যান্য মঙ্গলধ্বনিও চলতে পারে। সম্ভব হ'লে গীত - বাদ্যেরও ব্যবস্থা থাকতে পারে। নব বর - বধূ আচার্যকে ও অভিভাবককে প্রণাম করবে। বিবাহ উপলক্ষ্যে প্রীতিভোজের ব্যাপার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। সেটা ব্যষ্টিবিশেষের আর্থিক সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করবে। ধার বা কর্জ করে প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করা নিষেধ।

কয়েকটি নির্দেশ :

(১) অভিভাবকগণ পুত্র - কন্যার বিবাহ দানকালে দেশ , জাতি বিচার করবেন না বটে , কিন্তু বংশ , পাত্র - পাত্রীর গুণাগুণ অবশ্যই বিচার করবেন। বিবাহ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছুবার আগে পুত্র - কন্যার মতামত জেনে নিয়ে * যে অঞ্চলে সিঁথিতে সিন্দুর দেওয়ার প্রথা নেই সেখানে তা ব্যবহার করা বা না - করা পাত্র - পাত্রীর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে। বিবাহের পূর্বে বা পরে স্থানীয় প্রচলিত প্রথানুযায়ী অন্যান্য অনুষ্ঠান ও স্ত্রী - আচারাদি চলতে পারে , তবে তা' আবশ্যিক নয় ; তা' যেন মার্গীয় আদর্শের বিরোধী না হয়। সিন্দুরের টিপ দিতে

পারে । তবে কাজ করবেন । যে ক্ষেত্রে অভিভাবকরা বিবাহ স্থির করবেন সেক্ষেত্রে তাঁরা যেন বিশেষ নজর দেন যাতে পিতৃকুলে পিতার ঊর্ধ্বে ও নিম্নে তিন পুরুষ ও মাতৃকুলে মাতার নিম্নে ও ঊর্ধ্বে তিন পুরুষের মধ্যে যারা সম্বন্ধিত তাদের মধ্যে যেন বিবাহ না হয় ।

(২) বিবাহের অন্ততঃ একদিন পূর্বেও পাকা দেখা (আশীর্বাদ) সেরে নেৰে ও পাত্র - পাত্রীর যে অমত নেই তা ’ স্পষ্ট ভাবে জেনে নেৰে ।

(৩) পুত্র - কন্যারা যদি নিজেরাই বিবাহ স্থির করে , সে ক্ষেত্রে অভিভাবকদের উচিত সম্মতি দেওয়া । অভিভাবক যদি মনে করেন ওই বিবাহে ফল ক্ষতিক্ষর হবে , তবে তাঁরা তখন পুত্র - কন্যাকে বিষয়টির পুনর্বিবেচনা করতে বলৰেন । তাতেও যদি তারা মত পরিবর্তন না করে সে ক্ষেত্রে অভিভাবক বিবাহে সম্মতি দেৰেন বটে , তবে ওই বিবাহে তাঁদের কোন দায়িত্ব থাকৰে না ।

(৪) বিবাহ না করবার পক্ষে উপযুক্ত কারণ না থাকলে সকলেই বিবাহ করবে । নিজের শারীরিক , মানসিক , আর্থিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ৰুঝে তবে বিবাহ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসা উচিত । এই বিবাহ ব্যাপারে কাউকেই চাপ দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয় । আনন্দমার্গের মতে বিবাহ ধর্মসাধনার প্রতিবন্ধক নয় । বিবাহ একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ।

(৫) মার্গীয় পুরুষ অমার্গীয়া নারীকে বিবাহ করতে পারে কিন্তু মার্গীয়া নারীকে যত দূর সম্ভব মার্গীয় পুরুষের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া বাঞ্ছনীয় । মার্গের বাইরে উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে তার সঙ্গে বিবাহ

দেওয়া চলৰে বটে কিন্তু দ্রুত তাকে মার্গে আনবার জন্য তৎপর হ’তে হবে ।

(৬) বিবাহে কোন পক্ষই পণ দাবী করতে পারবে না ।

(৭) বিধবা ও স্বামী - পরিত্যক্তা নারী পুনর্বিবাহ করতে পারবেন । (ওই রূপ নারীকে বিবাহকারী পুরুষ সমাজে বিশেষ মর্যাদা পাৰেন) । তাঁদের পূর্ব স্বামীর সন্তান - সন্ততিদের প্রতিপালনের দায়িত্বও উক্ত পুরুষকে নিতে হৰে ।

(৮) সমাজ - পরিত্যক্তা নারী সৎভাবে জীবনযাপনে ইচ্ছুক থাকলে তাকেও সে সুযোগ দেওয়া হৰে । ওই রূপ নারীকে মার্গীয় প্রথায় কোন পুরুষ বিবাহ করলে সে বিবাহকে যথাযথ মর্যাদা দিতে হৰে ।

(৯) নিরাশ্রয়া নারীকে বিবাহ করে পৌরুষের পরিচয় দেৰে । কিছুতেই তাকে অবহেলিত জীবন যাপন করতে দিও না ।

(১০) এক স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয় বিবাহ না করাই উচিত । তবে কখনও কখনও সামাজিক কিংবা পারিবারিক প্রয়োজনে একাধিক বিবাহ স্বীকার করা যেতে পারে । একাধিক * বিবাহ

---

* **সামাজিক প্রয়োজন**– যেমন ধরো , যদি কখনও পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অত্যধিক ৰেড়ে যায় , তখন সামাজিক শুচিতা রক্ষার জন্য পুরুষের একাধিক বিবাহ স্বীকার করে নিতে হবে ।

পারিবারিক প্রয়োজন– স্ত্রী চিররুগ্না , এই কারণে কর্মশক্তিহীনা ও বন্ধ্যা , সুস্থ হ'বার ও সন্তান হবার আশাও নেই– সেক্ষেত্রে বংশ রক্ষা ও পারিবারিক কার্য পরিচালনার জন্য পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহ স্বীকার করা যেতে পারে ।

____

করবার দরকার হ'লে পাঁচ জন (একজন আচার্য হ'লে ভাল হয়) বিশিষ্ট ব্যষ্টির সামনে প্রকাশ্যে স্ত্রীর অনুমতি নেৰে । স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয় বিবাহ চলৰে না । এই পাঁচ জন বিশেষভাবে আবেদনকারীর কথার সত্যতা বিচার করে নেবে ।

(১১) আনন্দমার্গে জারজ সন্তান ৰ'লে কা'কেও হেয় জ্ঞান করা হবে না । ওই রূপ ক্ষেত্রে ওই সন্তানের পিতা - মাতাকে বৈধ বিবাহে বাধ্য করা হবে ও সে অবস্থায় দরকার পড়লে এক পুরুষের একাধিক বিবাহ স্বীকার করা হৰে । অবৈধ সন্তানের মর্যাদা রক্ষাকল্পে বিবাহকালে পূর্ব স্ত্রীর অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন থাকৰে না ।

(১২) আনন্দ মার্গের বিবাহ - মন্ত্রাদি যে রকম তাতে বিবাহ - বিচ্ছেদের প্রশ্নই ওঠে না ৰটে , তবে অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্রতা , দায়িত্বহীনতা বা নিষ্ঠুরতার অভিযোগ থাকলে বিবাহ - বিচ্ছেদ স্বীকার করা যেতে পারে । অভিযোগকারী বা অভিযোগকারিণী তাঁদের আবেদন মার্গের পাঁচ জন প্রধান ব্যষ্টির কাছে করবেন । তাঁদের মধ্যে এক জন আচার্য থাকলে ভাল হয় । তারা অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'লে আবেদনকারী বা আবেদনকারিণীকে পুনর্বিবেচনার

জন্য ছয় মাস সময় দেবেন। তাতেও সে আবেদন প্রত্যাহার না করলে ও তৎসহ অভিযোগের কারণও অপরিবর্তিত থাকলে বিবাহ বিচ্ছেদ স্বীকার করা হবে। এ সম্পর্কে দায় - সম্পত্তির ভাগের পদ্ধতি কালানুযায়ী নির্ধারিত হবে।

সূচীপত্র

অধ্যায় ১৯

আদর্শ গৃহস্থ

আদর্শ গৃহস্থের উচিত যত বেশী সংখ্যক সম্ভব মানুষ ও পশুকে অন্ন দ্বারা প্রতিপালন করা।

(১) **আর্ত্ত ও অতিথি :** — আর্দ্র ও অতিথি সেবায় পরাঙ্মুখ হয়ো না। আর্দ্র ও অতিথির কুল , শীল , ধর্মমত বিচার করবে না।

(২) **পশুসেবা :** — দুগ্ধদাত্রী পশুকে মাতৃবৎ দেখৰে ও সেবা করবে। তার দুগ্ধদান শক্তি নষ্ট হয়ে যাবার পরও তার অনাদর কোরো না বা তাকে হত্যা কোরো না।

(৩) **ভিখারী :** —– ভিখারী সেবার সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হ’ ল তাকে খাওয়ানো। বাড়ীতে তৈরী খাদ্য না থাকলে খাদ্যের যে কোন উপকরণ (চাল , ডাল , আটা বা যে কোন কঁাচা শাকসব্জী) দেৰে। আবশ্যকতা ৰোধে তার চিকিৎসা , বস্ত্র বা গৃহের ব্যবস্থাও করে দেবে , কারণ

যতদিন ভিখারী সমস্যা আছে ও রাষ্ট্র সে সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব না নিচ্ছে , ততদিন সে দায়িত্ব গৃহস্থকে নিতেই হবে । ভিক্ষাবৃত্তিকে উৎসাহ দেওয়া উচিত নয় । তা ’ ৰলে প্রকৃত দুঃখী যাতে অনাহারে না মরে তার ব্যবস্থা করতে হ’ ৰে বৈ কি ! ভিখারীকে পয়সা দেবে না কারণ তা’ তে অনেকে ভিক্ষা ব্যবসায়ে প্রলুব্ধ হ’ তে পারে ।

(৪) **সদাব্রত :** — প্রতি সাধকই ব্যষ্টিগতভাবে অথবা পরিবারগত ভাবে অথবা সমাজগত ভাবে যে জনসেবা করৰে তা ‘ সদাব্রত ’ নামে অভিহিত থাকৰে ।

সূচীপত্র

অধ্যায় ২০

জন্মতিথিকৃত্য

মিলিত ঈশ্বর - প্রণিধানের পর গুরুজনের আশীর্বাদ ও মঙ্গলতিলক , কনিষ্ঠের প্রণাম ও মালা - চন্দন গ্রহণ করে উপহার ও আহার্য গ্রহণ করবে । সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ধূপ , দীপ , শঙ্খধ্বনি ইত্যাদি অপরিহার্য অঙ্গ না হলেও ব্যবহার করা যেতে পারে ।

সূচীপত্র

অধ্যায়   ২১

সামাজিক উৎসবানুষ্ঠান

মার্গের উৎসবের মধ্যে বিভিন্‌ন প্রকারের আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা রেখো। কিন্তু নজর রেখো যাতে সেই অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে আনন্দ - আহরণকারীরা প্রকারান্তরে নিজেদের শারীরিক , মানসিক তথা আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানের সুযোগ পায়। সামাজিক উৎসবের মধ্যে হবে ঃ

(১) আনন্দ পূর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমা
(২) শ্রাবণী পূর্ণিমা
(৩) শারদোৎসব — আশ্বিনী শুক্লা ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত
(৪) দীপাবলী – কার্ত্তিকী অমাবস্যা –
(৫) ভ্রাতৃদ্বিতীয়া– কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া
(৬) নবান্ন– যে দেশের প্রধান ফসল যে ঋতুতে কাটা হয় সেই ঋতুতে যে কোন পূর্ণিমা তিথিতে নবান্ন উৎসব প্রতিপালিত হৰে।
(৭) নববর্ষ দিবস– আন্তর্জাতিক পঞ্জিকার প্রথম দিন (বর্তমানে ১ লা জানুয়ারী) ও স্থানীয় বর্ষপঞ্জীর প্রথম দিবস।
(৮) বসন্তোৎসব — ফাল্গুনী পূর্ণিমা

অনুষ্ঠানসূচী–

(১) আনন্দ পূর্ণিমা – মিলিত স্নান (স্নানমন্ত্র সহ) , দু’ বেলা মিলিত ঈশ্বর - প্রণিধান ও মিলিত বর্ণার্ঘ্যদান , মিলিত দ্বিপ্রাহরিক ও নৈশ

ভোজ , আনন্দানুষ্ঠান , তত্ত্বসভা , কর্মীদের বাৎসরিক সম্মেলন , শিশুদের খেলাধূলা , তাণ্ডব নৃত্য সহ শোভাযাত্রা ।

(২) শ্রাবণী পূর্ণিমা– দু' বেলা মিলিত ঈশ্বর - প্রণিধান ও মিলিত বর্ণার্ঘ্যদান , মিলিত দ্বিপ্রাহরিক ও নৈশ ভোজ , আনন্দানুষ্ঠান , তত্ত্বসভা , সাহিত্যসভা , তাণ্ডব নৃত্য সহ শোভাযাত্রা ।

(৩) শারদোৎসব–

ক) ষষ্ঠী (শিশুদিবস) — এক বেলা মিলিত ঈশ্বর প্রণিধান ও বর্ণার্ঘ্যদান , আনন্দানুষ্ঠান , শিশু প্রদর্শনী , শিশুদের ক্রীড়া - প্রদর্শনী ও শিশুদের ' মিলিত ভোজ ।

খ) সপ্তমী (সাধারণ দিবস — যারা শিশু নয়) এক বেলা মিলিত ঈশ্বর - প্রণিধান ও বর্ণার্ঘ্যদান , আনন্দানুষ্ঠান , যুব স্বাস্থ্য প্রদর্শনী , প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্রীড়া প্রদর্শনী ও শক্তি প্রদর্শনী ।

গ) অষ্টমী (ললিতকলা দিবস) –এক ৰেলা মিলিত ঈশ্বর - প্রণিধান ও বর্ণার্ঘ্যদান , আনন্দানুষ্ঠান , সাহিত্যসভা ও নানাপ্রকার ললিত কলা - প্রদর্শনী ।

ঘ) নবমী (সঙ্গীত দিবস) এক ৰেলা মিলিত ঈশ্বর প্রণিধান ও বর্ণার্ঘ্যদান , আনন্দানুষ্ঠান , সঙ্গীত , যন্ত্রসঙ্গীত ও নৃত্য - প্রতিযোগিতা ।

ঙ) বিজয়া দশমী (বিজয়োৎসব) বর্ণাঢ্য বস্ত্র পরিধান করে বাদ্যযন্ত্র সহ ও তাণ্ডব নৃত্য সহ শোভাযাত্রা । অতঃপর মিলিত ঈশ্বর - প্রণিধান

ও বর্ণার্ঘ্যদান , প্রণাম ও আলিঙ্গনাদি , নিজ নিজ গৃহে অতিথি ও অভ্যাগতদের আপ্যায়ন ।

(৪) দীপাবলী– এক ৰেলা মিলিত ঈশ্বর - প্রণিধান , বর্ণার্ঘ্যদান , আলোকসজ্জা , মিলিত আনন্দানুষ্ঠান , নিজ নিজ গৃহে অভ্যাগতদের আপ্যায়ন , তাণ্ডব নৃত্য সহ শোভাযাত্রা ।

(৫) ভ্রাতৃদ্বিতীয়া– ভ্রাতা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর আশীর্বাদ ও মঙ্গলতিলক ও কনিষ্ঠা ভগিনীর প্রণাম ও চন্দন - মাল্য গ্রহণ করে আহার্য্য গ্রহণ করবে । মন্ত্র ঃ— “ ভ্রাতা মে চিরায়ুর্ভবতু ” । (তিনবার) [Bhrátá me cirāyurbhavatu .]

(৬) নবান্ন– অন্ততঃ এক জন অতিথিকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো ও তার সঙ্গে ঈশ্বর - প্রণিধান । মিলিতভাবে আনন্দানুষ্ঠানই এতে প্রধান বিষয় রূপে গণ্য হবে ।

(৭) নববর্ষ দিবস– দু’   ৰেলা মিলিত ঈশ্বর - প্রণিধান ও বর্ণার্ঘ্যদান , মিলিত আনন্দানুষ্ঠান , সকল বয়সের লোকের খেলাধূলা , মিলিত দ্বিপ্রাহরিক ও নৈশ ভোজ , অপরাহ্ণে তাণ্ডব নৃত্য সহ শোভাযাত্রা ।

(৮) বসন্তোৎসব (দোল) – পূর্ণিমার পূর্বাহ্ণে রঙ্ ও ফুল নিয়ে সমবয়সীদের মধ্যে খেলা । ছোটরা বড়দের বা শিক্ষাভাই নিজের আচার্যের পায়ে দেৰে । ৰড়রা কিন্তু ছোটদের দেবে না । অপরাহ্ণে মিলিত ঈশ্বর - প্রণিধান ও মিলিত বর্ণার্ঘ্যদান (আবীর বা পছন্দমত রঙের ফুল) । অতঃপর তা ’ নিয়ে ' নিজেদের মধ্যে খেলা । এ সময়ে

ছোট - বড় বা আচার্য শিক্ষাভাই বিচার থাকৰে না। ওই আবীর বা ফুল কারুর পায়ে দেবে না। তবে খেলতে খেলতে পায়ে লেগে গেলে আনন্দমূর্ত্তিজীর মতে তা ’ মোটেই দোষাবহ ৰলে গণ্য হৰে না। পুরুষ নারীর প্রতি বা নারী পুরুষের প্রতি আবীর , রঙ্ বা ফুল ব্যবহার করবে না। সর্ব শেষে মিলিত ভোজ। পর দিবস পূর্বাহ্ণে নিজ গৃহে আনন্দানুষ্ঠান , অপরাহ্ণে তাণ্ডব নৃত্য সহ শোভাযাত্রা , সন্ধ্যায় মিলিতভাবে আনন্দানুষ্ঠান। আমাদের ধর্মীয় তথা সামাজিক উৎসব - অনুষ্ঠানগুলি ধর্মজীবনেরই অঙ্গ ৰলে গণ্য হৰে।

*** বিশেষ দ্রষ্টব্য–**

১) অনুষ্ঠানসূচী সুবিধামত সাজিয়ে নেৰে বা দরকার মত রদ বদল করে নেৰে।

২) বর্ণার্ঘ্যদান সম্বন্ধে মনে রাখা দরকার যে স্থূল ও সূক্ষ্ম দুই বর্ণার্ঘ্যেরই মূল্য সমান। সুতরাং এ ব্যাপারে নিছক লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কেউ যেন কিছু না করে।

৩) সমস্ত পারিবারিক উৎসবে মিলিত ঈশ্বর - প্রণিধান করবে। সামাজিক উৎসবে ধর্মচক্রের আয়োজন করবে ও তৎসঙ্গে সুবিধামত তত্ত্বসভার আয়োজন করতে পারো।

সূচীপত্র

অধ্যায় ২২

নিমন্ত্রণ বিধি

কাউকে নিমন্ত্রণ করতে হলে যিনি গৃহকর্তা তিনি স্বয়ং বা তাঁর পত্নী অথবা তাঁর (গৃহকর্ত্তার) ভ্রাতৃস্থানীয় বা ভগিনীস্থানীয়া কোন ব্যষ্টি , অভাবে পুত্রস্থানীয় বা কন্যাস্থানীয়া কোন ব্যষ্টি বাড়ীর উপযুক্ত প্রতিনিধি বলে ’ বিবেচিত হৰে ও তারাই নিমন্ত্রণ করতে যাৰে । নিমন্ত্রণ যত দূর সম্ভব বাড়ীতে গিয়ে করবে , কিন্তু যেখানে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে নিমন্ত্রণকারী তারই উদ্দেশ্যে এসেছে , সেখানে বাড়ীতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই ।

নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে উপহার দিতে হ’ লে ফুল দেওয়াই সব চেয়ে ভাল । তবে ফুল দেওয়াও অত্যাবশ্যক নয় । অন্য কোন জিনিস উপহার দেবার একান্ত ইচ্ছা থাকলে তা ’ অন্যান্য নিমন্ত্রিতের অসাক্ষাতে বা অন্য কোন দিন দিতে হৰে , অন্যথায় তা ’ সমাজবিরোধী কার্য ৰলে গণ্য হৰে ।

অধ্যায়   ২৩

পোষাক   পরিচ্ছদ

নিজের সুবিধা ৰুঝে পছন্দমত পোষাক - পরিচ্ছদ ব্যবহার করবে। পোষাক - পরিচ্ছদ সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখবে যাতে পোষাক দেখে লোকে তোমার সম্বন্ধে অহেতুক হীন ধারণা করে না বসে। মেয়েরা বাড়ীর বাইরে যাবার সময় খুব সাধারণ সাদা সিধে পোষাক ব্যবহার করবে। শরীর ভাল ভাবে ঢেকে বেরোৰে। উৎসবাদির সময় অথবা সঙ্গে পুরুষ অভিভাবক থাকলে অথবা নিরাপত্তার ভাল রকম ব্যবস্থা থাকলে পোষাক সম্পর্কে কঠোরতা কিছুটা শিথিল করা যেতে পারে। অলঙ্কার সম্বন্ধেও একই বিধি মেনে চলা দরকার।

সূচীপত্র

অধ্যায়   ২৪

নারী ও পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক

নারী ও পুরুষ সমমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ। নারীর শারীরিক শক্তি পুরুষের চেয়ে কম থাকায় তাদের সম্মান রক্ষার জন্য পুরুষের সদা সচেষ্ট থাকা উচিত। নারী পুরুষের জননী হিসাৰে এই অধিকারটুকু দাবী করতে পারে। উৎসবে, ধর্মসভায় ও অন্যান্য স্থানে মেয়েদের সুখ - সুবিধার দিকে বিশেষ নজর দেৰে।

নারী ও পুরুষ প্রয়োজন মত মেলামেশা করতে পারবে , সভা - সমিতিতে একত্রে যোগদান করতে পারবে বা কাছাকাছি বসতেও পারবে । কিন্তু পুরুষ ও নারী একত্রে আড্ডা দেবে না কারণ তার পরিণাম ভাল নয় । মনে রাখতে হবে , নারীর বন্ধু নারী , পুরুষের বন্ধু পুরুষ । নারী ও পুরুষের লৌকিক সম্পর্কের ব্যবধান যত বেশী , বাক্যে ও আচরণেও শিষ্টাচারের মাত্রা তত বেশী হওয়া প্রয়োজন ।
পর নারীকে মা বলে সম্বোধন সব চেয়ে ভাল , কিন্তু যেখানে ওই রূপ সম্বোধন শ্রুতিকটু , সেখানে মাতা , ভগিনী বা কন্যাযুক্ত বিশেষ মর্যাদাসূচক শব্দ ব্যবহার করবে । রুগ্নাবস্থায় বা যে কোন বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে পর নারী ও পর পুরুষ পরস্পরকে যত দূর সম্ভব স্পর্শ না করাই উচিত ।
অভিনয়জীবিনী নারী (নটী) ব্যতিরেকে অন্য কোন নারী পুরুষের সঙ্গে একত্রে অভিনয় করতে পারবে না । অভিনয়জীবী পুরুষ (নট) ব্যতিরেকে অন্য কোন পুরুষ নারীদের সঙ্গে একত্রে অভিনয় করতে পারবে না । বিশেষ ক্ষেত্রে , বিশেষ নাটকে ত্রুটিমুক্ত চরিত্রে অ - পেশাদারী স্ত্রী - পুরুষের মিলিত অভিনয় সংক্রান্ত কঠোরতা পুরোধার অনুমতি নিয়ে কিছুটা শিথিল করা যেতে পারে ।
আচার্য ও পুরোধারা কোন অভিনয়েই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারবে না । তবে এককভাবে সর্বপ্রকার ললিতকলার চর্চা তারা করতে পারবে

। পুরোধার অনুমতি নিয়ে বিশেষ ক্ষেত্রে বা বিশেষ নাটকে আচার্যরা অভিনয় করলেও করতে পারে ।

সূচীপত্র

অধ্যায় ২৫

জীবিকা নির্বাহ

সৎপথে থেকে নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণ - পোষণের জন্য তোমরা যে কোনও জীবিকা গ্রহণ করতে পারবে । মনে রেখো , পরপিণ্ডভোজী হওয়া খুবই হীনতার পরিচায়ক ।

নিজ আয়ের অন্ততঃ পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ জনসেবায় নিয়োগ করার চেষ্টা করবে । উপার্জনের ষোল আনা নিজের ও প্রত্যক্ষ পরিবারের জন্যে ব্যয় করলে ক্রমশঃ তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হবে ।

ললিত কলাকে (fine arts) কেউ অর্থকরী প্রয়োজনে লাগাৰে না । তবে অর্থাভাবে সংসার অচল হবার উপক্রম হলে নিজের আচার্যের নির্দেশ অনুযায়ী এই আদেশের কঠোরতা সাময়িকভাবে শিথিল করা যেতে পারে ।

সূচীপত্র

অধ্যায় ২৬

নারীর জীবিকা

বয়ন , সীবনকার্য , সম্ভব ক্ষেত্রে পশুপালন ও লঘু কৃষিকার্যের ভার নারীদেরই নেওয়া উচিত । মোট কথা , সভাবে ঘরে থেকেই অর্থোপার্জনই নারীদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় । তবে সেভাবে সমস্যার সমাধান না হ' লে বাড়ীর বাইরে চাকরি , ব্যবসায় প্রভৃতি অধিকতর পরিশ্রমসাধ্য কার্যেও নারীরা আত্মনিয়োগ করতে পারে । এ ব্যাপারে কারও মনে কুসংস্কার বা রক্ষণশীলতা থাকা উচিত নয় ।

অধ্যায় ২৭

অর্থনীতি

নিজেদের সকলকে একটি যৌথ পরিবারভুক্ত ভেবে জগতের সমস্ত সম্পদ তোমরা সবাই মিলেমিশে ব্যবহার করবে । মনে রেখো , সমাজের প্রতিটি শিশুর প্রতি , প্রতিটি মানুষের প্রতি তোমার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দায়িত্ব রয়েছে । নিজেকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবার চেষ্টা কোরো না । যারা অর্থের অব্যবহার বা অপব্যবহার করে তারা বিশ্বপিতাকে অবজ্ঞা করে কারণ তারা তার অন্যান্য সন্তানকে অর্থাৎ তার নিজের অন্যান্য ভাই - বোনেদের তাদের নায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে রাখতে চায় । এই সকল লোক প্রকৃতপক্ষে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ।

তোমরা এই সকল সমাজ - শোষককে মানসিক তথা আধ্যাত্মিক শিক্ষার দ্বারা সৎপথে আনতে চেষ্টা করবে ও সে ভাবের চেষ্টা যদি সফল না হয় তবে অবস্থার চাপ সৃষ্টি করে তাদের সৎপথে থাকতে বাধ্য করৰে ও স্থায়ীভাবে তাদের মানসিক ব্যাধি দূর করবার জন্য আধ্যাত্মিক পথনির্দেশনা দেৰে । মনে রেখো , মানুষের প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা থাকলে তবেই তাকে সংশোধন করা যায় । J

সূচীপত্র

অধ্যায় ২৮

আদর্শ দায়াধিকার ব্যবস্থা

দায়াধিকার - ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় ঃ——

(১) পিতা - মাতার মোটামুটি নিম্নলিখিত রূপ হওয়া সম্পত্তি (স্থাবর ও অস্থাবর) পুত্র - কন্যা সমান অংশে পাৰে । কন্যা ওই স্থাবর সম্পত্তি আজীবন ভোগদখল করবে কিন্তু হস্তান্তর করবে না । তার মৃত্যুর পর ওই সম্পত্তি তার পিতৃকুলে ফিরে যাৰে ।

(২) বিধবা স্বামীর সম্পত্তি সম্পূর্ণ রূপে ও শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সম্পত্তি দেবর - ভাশুর - ননদের সঙ্গে সমান অংশে পাবে । স্বামী বা শ্বশুর - শাশুড়ী সূত্রে প্রাপ্ত স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের অধিকার তার থাকবে না । তার মৃত্যু বা পুনর্বিবাহের পর ওই সম্পত্তি তার পুত্র - কন্যাগণ– অভাবে , দেবর - ভাশুর - ননদগণ– অভাবে , দেবর - ভাশুরের উত্তরাধি কারীগণ পাৰে । দেবর - ভাশুর বা তাদের উত্তরাধিকারী না

থাকলে বিধবা ওই সম্পত্তি হস্তান্তরের অধিকার সহ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করতে পারবে। তবে পুনর্বিবাহ করলে ওই সম্পত্তির ওপর আর কোন অধিকার থাকৰে না। সেক্ষেত্রে ওই সম্পত্তি শ্বশুরকুলের নিকটতম আত্মীয়ের অধিকারে চলে যাৰে।

(৩) পুনর্বিবাহকারিণী বিধবা যদি পূর্ব স্বামীর অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান - সন্ততিদের নিজের কাছে রাখে , সেক্ষেত্রে উক্ত সন্তান

সন্ততিদের পিতৃকুলের সম্পত্তিও অভিভাবিকা হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে। কিন্তু ওই সম্পত্তি কোন অবস্থাতেই তার পরবর্তী স্বামী বা তার সন্তান - সন্ততিরা ভোগদখল করতে পারবে না। প্রথম স্বামীর সন্তান - সন্ততিরা যদি নিজেদের পিতৃগৃহে থাকতে চায় সেক্ষেত্রে ওই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পিতৃকুলের নিকটতম আত্মীয়ের ওপর ন্যস্ত হবে।

(৪) নারীর স্বোপার্জিত স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি তার সমস্ত পুত্র - কন্যা (এক বা একাধিক কুলজাত) সমান ভাবে পাৰে। বিবাহে প্রাপ্ত উপহার , অলঙ্কার ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি অথবা কোন সূত্রে দানস্বরূপ প্রাপ্ত স্থাবর - অস্থাবর সম্পত্তি আদি স্বোপার্জিত সম্পত্তি রূপে গণ্য হবে।

(৫) বিবাহবিচ্ছেদকারিণী নারী পূর্ব স্বামীর সম্পত্তির অধিকার হ' তে বঞ্চিত হবে। উক্ত নারীর সন্তান - সন্ততিদের প্রতিপালনের আর্থিক দায়িত্ব তাদের পিতার (তারা পিতৃকুলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও) ; তবে উক্ত নারী যত দিন ইচ্ছা পূর্ব স্বামীর

সন্তানদের নিজের কাছে রাখতে পারে ও ওই সময়েও তাদের প্রতিপালনের আর্থিক দায়িত্ব তার পূর্ব . স্বামীর থাকৰে। তবে উক্ত নারী যদি পুনর্বিবাহের পরেও তার পূর্ব স্বামীর সন্তান - সন্ততিদের নিজের কাছে রাখতে চায় , সে ক্ষেত্রে তাতে সম্মতি দেওয়া বা না দেওয়া তার পূর্ব স্বামীর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে। এক্ষেত্রে সন্তান - সন্ততিরা যত দিন উক্ত নারীর কাছে থাকবে ততদিন তাদের প্রতিপালনের আর্থিক দায়িত্ব তার (উক্ত নারীর) পূর্ব স্বামীর থাকবে না।

(৬) উইল বা দানপত্র ব্যতিরেকে সাধারণতঃ এক কুলের সম্পত্তি অন্য কুলে যাৰে না। তবে কোন নারীর ভ্রাতা বা ভ্রাতার উত্তরাধিকারী না থাকলে উক্ত নারী হস্তান্তরের অধিকার সহ ওই সম্পত্তি ভোগদখল করতে পারবে ও তার মৃত্যুর পর তার পুত্র - কন্যারা মাতার স্বোপার্জিত সম্পত্তির ন্যায় তার অধিকার পাৰে।

(৭) অবিবাহিত অথবা নিঃসন্তান দম্পতির সম্পত্তি তাদের ওই কুলের নিকটতম আত্মীয়ের অধিকারে যাৰে।

(৮) প্রয়োজন ৰোধে দায়াধিকার - ব্যবস্থার কালানুযায়ী সংস্কার করে নেবে। সূচীপত্র

অধ্যায় ২৯

বিজ্ঞান ও সমাজ

অধ্যায় –২৯ বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান সর্বদা জনকল্যাণের কার্যে লাগাৰে। বিজ্ঞানের ধ্বংসকারী শক্তি নিয়ে যারা কাজ করে তারা মানব জাতির শত্রু। সাত্ত্বিক ভাব নিয়ে বিজ্ঞানকে উৎসাহ দিতে হৰে। বিজ্ঞান তথা জগতের শক্তি সত্ত্বগুণী মানুষের হাতে না আসা পর্যন্ত জীবের সামগ্রিক উন্নতি সুদূরপরাহত।

সূচীপত্র

অধ্যায় ৩০

সামাজিক শাস্তি

কেউ সমাজ - বিরোধী কাজ করে থাকলে আচার্যের ব্যবস্থানুযায়ী কঠোর উপবাস বা অন্য কোন প্রকারে শাস্তির দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। শাস্তি কেবল উক্ত ব্যষ্টিকেই দেওয়া হবে , তার পরিবারের অন্য কোনও লোককে নয়। ত্রুটি সংশোধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শাস্তি - ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হৰে। দশ জন লোককে ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারলেও তার ত্রুটি সংশোধিত হয়েছে বলে ধরা হবে।

যদি কোন আনন্দমার্গীর আচরণের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ থাকে সেক্ষেত্রে সেটা তার আচার্যের গোচরে আনতে হবে ; অভাবে , অন্য যে আচার্য পুর্বোক্ত আচার্যের পরিবর্ত্তে অভিযুক্ত মার্গীদের অন্যান্য সাধনা - পদ্ধতি শেখানোর ভার নিয়েছেন তাঁর নজরে আনতে হবে। যদি তিনিও কাছে না থাকেন সেক্ষেত্রে সেই সমস্ত অভিযোগগুলো সংশ্লিষ্ট ইয়ূনিট সেক্রেটারী বা ডিষ্ট্রিক্ট সেক্রেটারীর (ভুক্তিপ্রধানের) নজরে আনতে হবে ; তখন এঁরা এক সপ্তাহের মধ্যে কেবলমাত্র আচার্যদের দিয়ে এই ব্যাপারে তদন্তকারী একটি ট্রাইব্যুন্যাল গঠন করবেন। অভিযোগ সপ্রমাণ হয়ে গেলে ট্রাইব্যুন্যাল অভিযুক্ত ব্যষ্টির উপযুক্ত দণ্ড বিধান করবেন। অভিযুক্ত ব্যষ্টি ইচ্ছা করলে ট্রাইব্যুন্যালের সদস্যদের সম্মতি নিয়ে সাধারণ ভুক্তিপ্রধানের নিকট ট্রাইব্যুন্যাল প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে ‘ আপীল ’ করতে পারবেন। সাধারণ ভুক্তিপ্রধানও আচার্যদের নিয়ে অপর একটি ট্রাইব্যুন্যাল গঠন করবেন। এর পরেও অভিযুক্ত ব্যষ্টি যদি ভুক্তিপ্রধান - নিযুক্ত ট্রাইব্যুন্যালের রায়ে সন্তুষ্ট না হন তাহলে তিনি ট্রাইব্যুন্যাল সদস্যদের অনুমতি নিয়ে সংঘের সাধারণ সচিবের নিকট আপীল করতে পারেন। সেক্ষেত্রে সাধারণ সচিব বা তাঁর দ্বারা নিযুক্ত ট্রাইব্যুন্যালের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত ৰলে গণ্য হৰে।

যদি অভিযুক্ত ব্যষ্টি আচার্য হন সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আচার্য বোর্ডের সেক্রেটারীর নিকট অভিযোগগুলো জানাতে হৰে। সেক্রেটারী তখন

একটি ট্রাইব্যুন্যাল গঠন করবেন ও অপরাধ সাব্যস্ত হলে ট্রাইব্যুন্যাল তার দণ্ড বিধান করবেন।

যদি অভিযুক্ত ব্যষ্টি আনন্দমার্গের কোন এক শাখার হোলটাইমার হন (আচার্য না হলে) সেক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো আনন্দমার্গের সেই শাখার সংশ্লিষ্ট প্রধানের নজরে আনতে হৰে। তখন তিনি একটি ট্রাইব্যুন্যাল গঠন করবেন ও অভিযোগ প্রমাণিত হলে ট্রাইব্যুন্যাল তাঁর দণ্ড বিধান করবেন।

অভিযুক্ত হোলটাইমারটি যদি আচার্য হন সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আচার্‌য বোর্ডের সেক্রেটারীর নিকট সরাসরি অথবা আনন্দমার্গের সেই শাখার প্রধানের নিকট অভিযোগ আনতে হৰে। তখন বোর্ডের সেক্রেটারী অথবা সংশ্লিষ্ট শাখাপ্রধান এই ব্যাপারে তদন্তের জন্য ট্রাইব্যুন্যাল গঠন করবেন ও অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার দণ্ড বিধান করবেন।

আচার্যদের ৰেলায় চরম আদেশ দেবেন কেবল আচার্য - ৰোর্ডই।

যদি আনন্দমার্গের কোন শাখার প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে সেটা আনতে হবে সংঘের জেনারেল সেক্রেটারীর নিকট। তিনি ইচ্ছা করলে নিজেই অথবা তাঁর নির্বাচিত ট্রাইব্যুন্যালের মাধ্যমে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন।

দ্রষ্টব্য–

(১) ট্রাইব্যুন্যালে তিন জনের অধিক সদস্য থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

(২) অভিযোগ সব সময়েই লিখিতভাবেই আনতে হবে।

(৩) অভিযুক্ত ব্যষ্টিকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সপ্রমাণ হলে যে ধরণের শাস্তি পেতে হত সেই একই শাস্তি অভিযোগকারীকেও পেতে হবে যদি তার অভিযোগগুলো প্রমাণিত না হয় ।

অধ্যায় ৩১

শব সৎকার

ব্যষ্টি বিশেষের ইচ্ছানুযায়ী তার মৃতদেহ দাহ বা প্রোথিত করা যেতে পারে । উক্ত ব্যষ্টি যদি কোনও রকম ইচ্ছা প্রকাশ না করে থাকেন সে ক্ষেত্রে তাঁকে দাহ করাই সমীচীন ।

নির্দেশ–

১) শবদেহ নিঃশব্দে বহন করবে ।

২) শবে অগ্নিসংযোগের পূর্বে বা প্রোথিত করার পূর্বে মিলিত ঈশ্বর - প্রণিধান করবে ।

৩) চিতায় অগ্নিসংযোগ ও দাহান্তে প্রথমে অগ্নিনির্বাপণের কাজ মৃতের লৌকিক পুত্র বা পুত্রস্থানীয়রা করবে । অনুরূপভাবে প্রথমে মৃত্তিকা খনন ও সমাধি অন্তে প্রথম মৃত্তিকা নিক্ষেপ লৌকিক পুত্র বা পুত্রস্থানীয়রা করবে ।

৪) দাহ করবার সময় মৃতদেহের সম্মান রক্ষা করে ' নিঃশেষে দাহ করতে হবে। অর্দ্ধ দগ্ধাবস্থায় মৃতদেহকে জলে নিক্ষেপ করা অপেক্ষা প্রোথিত করা অনেক ভাল।

---

* বিঃ দ্রঃ– বৈজ্ঞানিক উপায়ে দাহ করবার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে তার চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু যেখানে এটা সম্ভব নয় , সেখানে যেন বীভৎস ভাবে বা মৃতদেহকে বিবস্ত্র করে দাহ না করা হয় কারণ তাতে অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য তথা পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায় , দর্শকের মনে বীভৎস ভাবের সৃষ্টি হয়। বীভৎসতার জন্যই মুখাগ্নিক্রিয়া তোমরা বর্জন করে চলবে।

---

৫) শব সৎকারের কায়িক ও আর্থিক দায়িত্ব সমাজের এজন্য শোকসন্তপ্ত পরিবারের স্কন্ধে কোন দায়িত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

সূচীপত্র

অধ্যায় ৩২

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

আচার্য , কম পক্ষে পাঁচ জন সুস্থ লোক ও শ্রাদ্ধকর্তা উপস্থিত থাকবে। মৃতের নিকটতম আত্মীয়ই তাঁর প্রধান শ্রাদ্ধাধিকারী রূপে গণ্য হবে।

অবশ্য শ্রাদ্ধাধিকার মার্গের সকলেরই থাকৰে । মন্ত্রোচ্চারণে সকলে আচার্যকে অনুসরণ করবে । শ্রাদ্ধের মন্ত্র ঃ– ১)

“ ওঁং মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ ।
মাধ্বীনঃ সন্ত্বোষধীঃ ।।
মধু নক্তমুতষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ।।
মধুমান্নো বনস্পতিমধুমাঁ অস্ত্র সূর্যঃ ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ।।
ওঁং মধু ওঁং মধু ওঁং মধু ।। ”

২) “ হে পরমেশ্বর , আমাদের পরমাত্মীয় শ্রী / শ্রীমতী ..... এর বিদেহী আত্মা আজ মর জগতের ঊর্ধ্বে , জাগতিক সুখ দুঃখের বাইরে । হে পরমেশ্বর , তাঁর অমর আত্মা উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করুক । ” (তিনবার) বিঃ দ্রঃ — শ্রাদ্ধে বিদেহী আত্মার কোন লাভ নেই । তা ’ করা হয় শ্রাদ্ধকারীর মানসিক শান্তির জন্য ।

৩) “ হে পরমেশ্বর , আমাদের পরমাত্মীয় শ্রী / শ্রীমতী .... আজ সর্বপ্রকার জাগতিক কর্তব্যৰন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন , আজ তাঁর অমর

আত্মা একান্তভাবে তোমার ইচ্ছায় পরিচালিত হ' য়ে শাশ্বত শান্তি লাভ করুক।" (তিনবার) পরমেশ্বর , আমাদের
৪) পরমাত্মীয় শ্রী / শ্রীমতী . ... এর প্রতি আমাদের যে সামাজিক দায়িত্ব ছিল , তুমি আজ আমাদের সেই সকল দায়িত্ব থেকে মুক্ত করেছ ; আজ আমরা আমাদের অন্তরের সমস্ত পবিত্রতা সহ তোমার পুত্রকে / কন্যাকে তোমার স্নেহময় ক্রোড়ে প্রত্যর্পণ করলুম। তোমার জিনিস তুমি গ্রহণ করে আমাদের কৃতার্থ (তিনবার) করো।"
৫) " হে পরমেশ্বর , আজ তোমার যে সকল সন্তান - সন্ততি তোমার কোল ছাড়া হয়ে জগতের ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ হচ্ছে , দিবাবসানে তারা যেন তোমার স্নেহময় আশ্রয় থেকে বঞ্চিত না হয়।"
৬)

" ওঁং মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ।

মাধ্বীনঃ সন্ত্বোষধীঃ ।।

মধু নক্তমুতষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।

মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ।।

মধুমান্নো বনস্পতিমধুমাঁ অস্ত্র সূর্যঃ।

মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ।।

ওঁং মধু ওঁং মধু ওঁং মধু ।। "

অতঃপর শ্রাদ্ধকর্তার আনীত জল প্রথমে আচার্য , তৎপরে উপস্থিত সকলে এক পাত্রে গণ্ডূষমাত্র পান করৰে । সর্বশেষে শ্রাদ্ধকর্তা তা ’ গ্রহণ করবে । অতঃপর আচার্য নিম্নলিখিত শ্লোকটি আবৃত্তি করবে :

“ সর্বেঽত্র সুখিনঃ ভবন্তু

সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ ।

সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু

ন কশ্চিদ্ দুঃখমাপ্নুয়াৎ ।।

ওঁং শান্তিঃ , ওঁং শান্তিঃ , ওঁং শান্তিঃ । ” *

(একবার)

কয়েকটি নির্দেশ :

১) শোক কাল দ্বাদশাহের অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় । তোমরা ইচ্ছা করলে ওই দ্বাদশাহের মধ্যে যে কোনও দিন সুবিধা মত শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করে নিতে পার । শোক কালে নিজেকে অযথা কষ্ট দিয়ে বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কৃচ্ছ্রসাধন অকর্ত্তব্য ।

২) শ্রাদ্ধান্তে উন্নত শ্রেণীর বৃষ , মহিষ , মেষ , ছাগ বা অন্য কোন গৃহপালিত পশু জনকল্যাণার্থে দান করা যেতে পারে , তবে তা ’ অবশ্যই উন্নত ধরণের পুরুষ - পশু হওয়া চাই । শ্রাদ্ধে পশুদান যে করতেই হবে এমন কোন কথা নেই । পশুকে

মন্ত্রার্থ ঃ—

উপস্থিত সকলেই সুখী হোক , সকলেই রোগমুক্ত হোক , সকলেই সব জিনিসের ভাল দিকটা দেখুক । কেউ যেন দুঃখগ্রস্ত না হয় । ব্রহ্ম শান্তি , ব্রহ্ম শাস্তি , ব্রহ্ম শান্তি ____

ব্যাপকভাবে ছেঁকা দিয়ে চিহ্নিতকরণ বাঞ্চনীয় নয় ; তবে উক্ত পশুর নিরপত্তার জন্য চিহ্নিতকরণের দরকার অনুভূত হলে তার কপালে বা লোমশূন্য স্থানে ছেঁকা দিয়ে একটু সামান্য পরিমাণ দাগ করে দেওয়া যেতে পারে । ওই পশু প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার উৎসর্গকারী গৃহস্থকে নিতে হবে । পরে অবশ্য তার সকল দায়িত্ব যৌথভাবে গ্রামবাসীদেরই নিতে হবে । এইভাবে উৎসর্গীকৃত পশুকে হত্যা করা ঘোরতর সমাজবিরোধী কার্য ৰলে গণ্য হৰে ।

সূচীপত্র

অধ্যায় ৩৩

বিধবা

বিধবা নারীদের খাদ্য , অলঙ্কার , পোষাক - পরিচ্ছদ ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ব্যাপারে কোন বিধি - নিষেধ নেই । তাদের ওপর জোর করে কোন কঠোর বিধি - নিষেধ বা উপবাসাদির ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া চলৰে না । অবশ্য সাধনাগত প্রয়োজনে যদি কেউ খাদ্যের বিধি - নিষেধ মেনে চলে সে কথা স্বতন্ত্র ।

সূচীপত্র

অধ্যায়   ৩৪

ভুক্তিপ্রধান

‘ ভুক্তি ’ মানে ভারতীয় জেলা বা ব্রিটেনের কাউন্টি সদৃশ স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্র। আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের প্রত্যেকটি ভুক্তির সচিব বা সেক্রেটারি ‘ ভুক্তিপ্রধান ’ নামে অভিহিত হবেন।

ভুক্তিপ্রধান নির্বাচন : সংশ্লিষ্ট ভুক্তির সবিপ্ররা (যাঁরা মার্গের ষোড়শ বিধিতে সুপ্রতির্ষ্ঠিত) নিজেদের মধ্য থেকে কোন একজনকে ভুক্তিপ্রধান নির্বাচন করবেন। ভুক্তিপ্রধান আচার্য বা তাত্ত্বিক নাও হতে পারেন কিন্তু তাঁকে অবশ্যই শিক্ষিত গৃহী মার্গী হতে হবে। নির্বাচিত ভুক্তিপ্রধান ওই পদে তিন বছর অধির্ষ্ঠিত থাকবেন। অতঃপর পুননির্বাচন হবে।

ভুক্তি সমিতি ঃ ভুক্তির সবিপ্ররা নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে ভুক্তি - সমিতি তৈরী করবেন। সমিতির ঊর্ধ্বতম সদস্যসংখ্যা হবে ২৫ ও নিম্নতম ১৫। তবে শতকরা ৮০ জন সদস্যের সম্মতিসাপেক্ষে সমিতির সদস্যসংখ্যা ২৫ এর চেয়েও বেশী হতে পারে। ভুক্তিপ্রধান ভুক্তির সাধারণ সমিতির অধ্যক্ষ হবেন। ভুক্তিপ্রধান নিজের পছন্দমত লোকেদের নিয়ে ভুক্তি কার্যকরী সমিতি তৈরী

করবেন। ভুক্তি কার্যকরী সমিতির সদস্যসংখ্যা কত হবে ভুক্তিপ্রধান নিজেই ঠিক করবেন। ভুক্তি সাধারণ সমিতির নির্বাচিত সদস্য নয় এমন সর্বোচ্চ সংখ্যক ৩ জন সদস্যকে ভুক্তি কার্যকরী সমিতিতে নেওয়া যেতে পারে। অন্যান্যদের ভুক্তি সাধারণ সমিতির সদস্য অবশ্যই হতে হবে। ভুক্তিপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ঃ সাধারণভাবে ভুক্তি পর্যায়ে ' ইসমুৰ ' (ISMUB) বিভাগের সকল রকম কাজ –যেমন পরিদর্শন (Inspection) , সেমিনার (Seminar) , আন্দোলন (Movement) , উপযোগ (Utilisa tion) ও বিভিন্ন ৰোর্ড গঠন (Boards) - তার জন্য ভুক্তিপ্রধান দায়ী থাকবেন। সেই সঙ্গে জন্ম , জাতকর্ম , বিবাহ , প্রীতিভোজ , নারায়ণ - সেবা , বিবাহবিচ্ছেদ , মৃত্যু , শ্রাদ্ধ ও দীক্ষা সম্পর্কিত যাবতীয় কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন। তদতিরিক্ত ভুক্তির ছোটখাট দেওয়ানী ও ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তির দায়িত্বও ভুক্তিপ্রধানের হাতে থাকবে। এই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বাদী ও বিবাদী পক্ষে সওয়াল - জবাবের জন্য উকিল নির্বাচনের অনুমতি দেবার অধিকারও তাঁর হাতে থাকবে (মার্গের চর্যাচর্যে নিপুণ যে কোন সদ্‌বিপ্র এ ব্যাপারে উকিলের কাজ করতে পারবে)। ভুক্তিপ্রধান মার্গের জাগৃতি , পতাকা , প্রতীক ও প্রতিকৃতির মর্যাদা ভুক্তির জাগৃতিসচিব তথা অন্যের সহযোগিতায় রক্ষা করে চলবেন। কোন ব্যষ্টিবিশেষের একক স্বার্থকে সামূহিক স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে না দিয়ে ভুক্তিপ্রধান ভুক্তির সামাজিক সংহতি বজায় রেখে চলবেন। ভুক্তি

কার্যকরী সমিতির পরামর্শ অনুযায়ী ব্যষ্টিবিশেষের বিরুদ্ধে মার্গের ষোড়শ বিধি ভঙ্গের অভিযোগ থাকলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নিতে পারবেন। মার্গের বিভিন্ন জনসেবা প্রকল্প তথা কার্যক্রমের বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থ , সামগ্রী , শ্রম ও অন্যান্য শারীরিক ও বৌদ্ধিক সামর্থ্য আনুযায়ী সহায়তা করাও ভুক্তিপ্রধানের অবশ্য কর্তব্য। ভুক্তিপ্রধান ভুক্তির সমস্ত আয় ব্যয়ের উপযুক্ত হিসাব রাখবেন। প্রয়োজনবোধে পুরোধাপ্রমুখ কেন্দ্রীয় পুরোধা পর্ষদের পরামর্শ মত অথবা পরামর্শ ব্যতিরেকেই ভুক্তিপ্রধানের কর্তব্য ও দায়িত্বের পরিধির হ্রাস - বৃদ্ধি ঘটাতে পারবেন।

সূচীপত্র

অধ্যায় ৩৫

সমাজমিত্রম্ , স্মার্ত , জীবমিত্রম্ ও ধর্মমিত্রম্

কোন বিশেষ সেক্টরে যে ভুক্তিতে আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের সর্বাধিক প্রথম শ্রেণীর সমিতি (" বিভিন্ন পর্ষদ " দ্রষ্টব্য) থাকবে সেই ভুক্তির ভুক্তিপ্রধান পরবর্তী ছ ' মাসের জন্য (১ লা জানুয়ারী থেকে বৈশাখী পূর্ণিমা অথবা বৈশাখী পূর্ণিমা থেকে ১ লা জানুয়ারী পর্যন্ত) সংশ্লিষ্ট সেক্টরে ' সমাজমিত্রম্ ' রূপে পরিচিত হবেন। নিজের নামের আগে ' সমাজমিত্রম্ ' শব্দটা তিনি ততদিন ব্যবহার করতে পারবেন যতদিন না ওই সেক্টরের অন্য কোন ভুক্তির ভুক্তিপ্রধান ' সমাজমিত্রম্ '

ঘোষিত না হচ্ছেন। এই ভাবে যে ভুক্তিপ্রধান একাদিক্রমে দু' ৰছর (চার অর্দ্ধবর্ষ) ' সমাজমিত্রম্ ' উপাধিটা বজায় রাখতে পারবেন তিনি স্থায়ীভাবে (বংশগত ভাবে নয়) ' সমাজমিত্রম্ ' উপাধি ব্যবহার করতে পারবেন। তবে কোন স্থায়ী সমাজমিত্রম্ ভুক্তিপ্রধান রূপে আর কাজ করতে পারবেন না।

ভুক্তিপ্রধান যদি আচার্য হন , সেক্ষেত্রে তিনি ' স্মার্ত্ত ' শব্দ ব্যবহার করবেন — ' সমাজমিত্রম্ ' শব্দ নয়।

পৃথিবীর সমস্ত সমাজমিত্রদের মধ্যে যাঁর ভুক্তিতে সর্বাধিক সংখ্যক প্রথম শ্রেণীর সমিতি থাকবে তিনি ' জীবমিত্রম্ ' উপাধিতে ভূষিত হবেন। যে ভুক্তিপ্রধান ' জীবমিত্রম্ ' পদটি একাদিক্রমে দু' বছর (চার অর্দ্ধবর্ষ) বজায় রাখতে পারবেন তিনি তাঁর নামের সঙ্গে ' জীবমিত্রম্ ' উপাধি স্থায়ীভাবে (বংশগত ভাবে নয়) ব্যবহার করতে পারবেন। কোন স্থায়ী জীবমিত্রম্ অতঃপর ভুক্তিপ্রধান রূপে কাজ করতে পারবেন না।

ভুক্তিপ্রধান যদি গৃহী আচার্য হন সেক্ষেত্রে তিনি ' ধর্মমিত্রম্ ' উপাধি ব্যবহার করবেন — ' জীবমিত্রম্ ' নয়। সমাজমিত্রম্ , স্মার্ত্ত , জীবমিত্রম্ , ধর্মমিত্রম্ যদি পুরুষ হন সেক্ষেত্রে তাঁদের ক্ষৌর কর্ম না করাই উচিত– তবে তা ' বাধ্যতামূলক নয়।

' সমাজমিত্রম্ ' আর ' জীবমিত্রম্ ' সমাজে আচার্যের সমান সম্মান পাবেন। এই কারণে তাঁদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

করা জরুরী হলেও পুরোধা ব্যতীত অন্য কেউ তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন না। সূচীপত্র

অধ্যায় ৩৬

বিভিন্ন পর্ষদ

আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের যাবতীয় বিভাগ ও উপবিভাগ সম্পর্কিত কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়ণের জন্য বিভিন্ন পর্ষদ্ আছে (কেন্দ্রীয় স্তর থেকে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত) । গ্রাম পর্যায়ে পর্ষদসংখ্যা তা - ই হবে যা ' কেন্দ্রীয় স্তরেও থাকবে।

কোন পর্ষদের সর্বনিম্ন সদস্যসংখ্যা হবে তিন (৩) আর সর্বোচ্চ সংখ্যা সাত (৭) । কোন সদস্য উচ্চশিক্ষিত হোক বা না হোক , তার মধ্যে দায়িত্বজ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় থাকতেই হবে। কেউ একাধিক পর্ষদের সদস্য হতে পারবে না।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সমিতি : বিভিন্ন স্তরের যে সব সমিতি মার্গের বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগ সম্পর্কিত সব পর্ষদই তৈরী করে ফেলেছে তারা প্রথম শ্রেণীর সমিতি বলে গণ্য হবে , আর যে সব সমিতি প্রয়োজনের তুলনায় কম সংখ্যক পর্ষদ তৈরী করতে পেরেছে তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর সমিতি বলে গণ্য হবে।

সংশ্লিষ্ট বিভাগ তথা শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মী ও ' ইসমুৰ ' (ISMUB) সচিবের কর্তব্য হবে সংশ্লিষ্ট সকল সদ্বিপ্রের সহায়তায় দ্বিতীয় শ্রেণীর সমিতিগুলোকে কর্মান্বিত করে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করা।

সূচীপত্র

অধ্যায় ৩৭

উপভুক্তিপ্রমুখ

শহরে বা গ্রামাঞ্চালে যেখানে ব্লক - ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সেখানে উপভুক্তি মানে একটি ব্লক।

গ্রামাঞ্চলে যেখানে ব্লক - ব্যবস্থা প্রচলিত কিন্তু শহরাঞ্চল নেই সেখানে উপভুক্তি মানে হ'ল :

১) শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলের একটি ব্লক।

২) শহরের স্বীকৃত মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা। যেখানে মিউনিসিপ্যালিটি আয়তনে অত্যন্ত বড় অর্থাৎ যেখানে একাধিক থানা আছে সেখানে উপভুক্তি মানে একটি থানা এলাকা।

৩) শহরে বা গ্রামাঞ্চলে যেখানে ব্লক - ব্যবস্থা চালু নেই , সেখানে উপভুক্তি ৰলতে ৰোঝাৰে এক লক্ষ লোকের বসবাসের এলাকা।

উপভুক্তিপ্রমুখ নির্বাচন : সংশ্লিষ্ট উপভুক্তির সদ্‌বিপ্ররা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে উপভুক্তিপ্রমুখ নির্বাচন করবেন। উপভুক্তিপ্রমুখ নিজে আচার্য বা তাত্ত্বিক নাও হতে পারেন কিন্তু তাঁকে শিক্ষিত গৃহী মার্গী হতেই হবে। তিনি তিন বছর ওই পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। তৎপশ্চাৎ আবার নির্বাচন হবে।

উপভুক্তি - সমিতি :

নির্বাচিত উপভুক্তিপ্রমুখ উপভুক্তির বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট এলাকার সদ্‌বিপ্রদের মধ্য থেকে নিজের পছন্দমত সদস্যদের নিয়ে উপভুক্তি - সমিতি তৈরী করবেন। উপভুক্তিপ্রমুখ স্বয়ং উপভুক্তি - সমিতির সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ করবেন।

উপভুক্তিপ্রমুখের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য :

ভুক্তি পর্যায়ে 'ইসমুৰ' (ISMUB) বিভাগের যে ধরণের ভূমিকা উপভুক্তি পর্যায়ে সোস্যাল সিকিউরিটি বিভাগের ওই একই ভূমিকা থাকবে।

উপভুক্তিপ্রমুখ সংশ্লিষ্ট উপভুক্তিতে সাক্ষর মানুষের শতকরা হার বাড়াবার জন্য অধিক থেকে অধিকতর স্কুল খোলার বন্দোবস্ত করবেন ও স্থানীয় জনগণের নৈতিক মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। উপভুক্তিপ্রমুখ প্রাউটিষ্ট ও অন্যান্য সবিপ্রদের সহায়তায় স্থানীয় জনগণের ক্রয়শক্তি বাড়াবার চেষ্টা করবেন ও স্থানীয় জনসাধারণের আবশ্যকীয় চাহিদা মেটাবার জন্য অধিক থেকে অধিকতর সার্বজনীন ভাণ্ডার (Universal Stores) খুলবেন। উপভুক্তিপ্রমুখ নিজ উপভুক্তিতে কৃষি ও শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা করবেন। মার্গের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহযোগিতায় উক্ত ভুক্তিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসা কেন্দ্র , দাতব্য সদন (charity homes) খুলবেন।

উপভুক্তিপ্রমুখ তাঁর নিজের ভুক্তির কার্যকরী সমিতির সদস্য হতে পারবেন । কিন্তু তিনি ওই সমিতিতে কোন বিভাগের দায়িত্ব পাবেন না ।

সূচীপত্র

অধ্যায় ৩৮

সান্ধিবিগ্রাহিক , জনমিত্রম ও লোকমিত্রম্

কোন বিশেষ রিজিয়নে কোন উপভুক্তিপ্রমুখের অধীনে যদি কোন অর্দ্ধবর্ষে সর্বোচ্চসংখ্যক কর্মতত্পর উৎপাদক - সমবায় তথা উপভোক্তা - সমবায় থাকে , যদি সংশ্লিষ্ট উপভুক্তিতে সাক্ষরের শতকরা হার ২৫ এর বেশী থাকে (পুরোধাপ্রমুখ প্রয়োজন মনে করলে এই হার পরিবর্তন করতে পারবেন) ও যদি ছ ' মাসের মধ্যে ওই উপভুক্তির একজনও অনাহারে বা অপুষ্টিতে না মারা পড়ে তাহলে ওই উপভুক্তিপ্রমুখ ' সান্ধিবিগ্রাহিক ' রূপে অভিহিত হবেন । নিজের নামের আগে তিনি ওই ‘ সান্ধিবিগ্রাহিক ' উপাধি ব্যবহার করতে পারবেন ততদিনই যতদিন ওই রিজিয়নের অন্য কোন ব্যষ্টি এই ‘ সান্ধিবিগ্রাহিক ’ উপাধি অর্জন না করবেন । যদি কোন অর্দ্ধবর্ষ) উপভুক্তিপ্রমুখ একাদিক্রমে দু ' বছর (চার ' সান্ধিবিগ্রাহিক ' পদটি ধরে রাখতে পারেন , সেক্ষেত্রে তিনি স্থায়ীভাবে নামের আগে ' সান্ধিবিগ্রাহিক ' উপাধিটি প্রয়োগ করতে পারবেন । কোন স্থায়ী

সান্ধিবিগ্রাহিক কোন উপভুক্তিপ্রমুখের পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না ।

যে সান্ধিবিগ্রাহিকের অধীনে ছ ' মাসে সংশ্লিষ্ট সেক্টরের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক কার্যকরী সমবায় সংস্থা থাকবে তিনি ' জনমিত্রম্ ' উপাধিতে ভূষিত হবেন । এ ব্যাপারে স্থায়ী সান্ধিবিগ্রাহিক সম্বন্ধে যা নিয়ম স্থায়ী জনমিত্রম্ সম্পর্কেও ওই একই নিয়ম প্রযোজ্য ।

যে জনমিত্রমের অধীনে এক অর্দ্ধবর্ষে পৃথিবীর সব সেক্টরের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক কার্যকরী সমবায় সংস্থা থাকবে তিনি ‘ লোকমিত্রম্ ’ হিসাবে পরিগণিত হবেন । স্থায়ী সান্ধিবিগ্রাহিক ও স্থায়ী জনমিত্রম্ সম্পর্কে যা ’ নিয়ম স্থায়ী লোকমিত্রম্ সম্পর্কেও ওই একই নিয়ম প্রযোজ্য

সূচীপত্র

অধ্যায় ৩৯

তোমাদের বিভিন্ন সংস্থা

কেন্দ্রীয় সমিতি (সংস্থা) :

১) পুরোধাদের ভোটে পুরোধাদের মধ্য থেকে কেন্দ্রীয় সংস্থার সদস্য নির্বাচিত হবে । পুরোধাপ্রমুখই পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রেসিডেন্ট হবেন ও প্রেসিডেন্ট নিজের পছন্দমত লোকদের নিয়ে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি গঠন করবেন । পুরোধাপ্রমুখ ইচ্ছা করলে কেন্দ্রীয় সংস্থার নির্বাচিত সদস্য ন’ ন একরূপ ব্যষ্টিদের মধ্য থেকেও

সর্বোচ্চ সংখ্যক তিন (৩) জনকে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতিতে গ্রহণ করতে পারেন। কেন্দ্রীয় সংস্থার সর্বোচ্চ সংখ্যা হৰে ষাট (৬০) ও সর্বনিম্ন সংখ্যা পনের (১৫) । কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির সদস্যসংখ্যা প্রেসিডেন্টের ইচ্ছামত নির্ধারিত হবে।

কেন্দ্রীয় সংস্থায় শতকরা ৮০ জন সদস্য ইচ্ছা করলে কেন্দ্রীয় সংস্থার সদস্যসংখ্যা ষাটের (৬০) এর ঊর্ধ্বেও ওঠাতে পারেন।

২) ভুক্তি - সমিতি (দ্রষ্টব্য : ‘ ভুক্তি - সমিতি ' অধ্যায়)

৩) গ্রাম - সমিতির চেয়ারম্যান , অভাবে ঊর্ধ্বতন সমিতির চেয়ারম্যান , অভাবে কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রেসিডেন্টের দ্বারা গ্রাম সংগঠক (organiser) মনোনীত হৰেন। তিনি নিজের পছন্দমত লোকেদের নিয়ে গ্রাম - সমিতি গড়ে তুলবেন। তাঁর মৃত্যু হ’ লে অথবা তার কার্যে গ্রামবাসীরা অসন্তুষ্ট হ'লে মনোনয়নকারী চেয়ারম্যান বা প্রেসিডেন্ট গ্রামবাসীদের পছন্দমত ব্যষ্টিকে গ্রাম সংগঠক হিসাবে মনোনয়ন করবেন। গ্রামে কেবলমাত্র কার্যকরী সমিতি থাকৰে ও তার সদস্যসংখ্যা সংগঠকদের ইচ্ছামত নির্ধারিত হবে। সদস্যরা আচার্য বা তাত্ত্বিক বা আচার্য না পাওয়া গেলে মার্গের অন্যান্য ব্যষ্টিদের মধ্য থেকেও গ্রাম কার্যকরী সমিতির সদস্য মনোনয়ন করবেন।

৪) রাজ্য সমিতি রাষ্ট্রীয় সমিতি প্রভৃতি (Provincial or State committee or committee for state and country .)

যদি কখনও কোথাও ভুক্তি - সমিতির ঊর্ধ্বে ও কেন্দ্রীয় সমিতির নিম্নে অর্থাৎ প্রদেশ , রাজ্য বা বিশেষ দেশের জন্য কোন কমিটি

গড়বার দরকার দেখা দেয় সেক্ষেত্রে ওই কমিটিগুলির চেয়ারম্যান কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত হবেন ও তিনি নিজের পছন্দমত লোকেদের নিয়ে কার্যকরী সমিতি গড়ে তুলবেন। কার্যকরী সমিতির সদস্য সংখ্যা তিনিই নির্ধারণ করবেন ও যত দূর সম্ভব যাঁরা একাধারে তাত্ত্বিক ও আচার্য তাঁদের মধ্য থেকে লোক বেছে নেৰেন। ওই রূপ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যষ্টি উপযুক্ত সংখ্যায় না পাওয়া গেলে তিনি মার্গের সাধারণ ব্যষ্টিদের মধ্য থেকেও সদস্য মনোনয়ন করে নিতে পারেন। এই রূপ কমিটিগুলি সাধারণতঃ কার্যকরী সমিতি রূপেই গণ্য হবে। তবে প্রয়োজনৰোধে কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রেসিডেন্টের অনুমতি নিয়ে ও সদস্যসংখ্যা জেনে নিয়ে তাঁরা একটি সাধারণ সমিতি গড়ে নিতে পারেন। ওই সমিতি কার্যকরী সমিতিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। ওই সমিতির সভ্য সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে যাঁরা একাধারে তাত্ত্বিক ও আচার্য তাঁদের দ্বারা তাঁদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত হবেন। এই সাধারণ সমিতির সদস্যসংখ্যা উক্ত সদস্যগণের শতকরা ৮০ জনের দ্বারা নির্ধারিত হবে। উক্ত সমিতির চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত হলেও যেখানে নির্বাচিত সাধারণ সংস্থা রয়েছে সেখানে কার্যকরী সমিতির সদস্য মনোনয়ন চেয়ারম্যান কেবলমাত্র সাধারণ সমিতির মধ্য থেকেই করবেন। তবে যথেষ্ট সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যষ্টি না পাওয়া গেলে কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রেসিডেন্টের অনুমতি নিয়ে সাধারণ সমিতির বহির্ভূত ব্যষ্টিকেও কার্যকরী সমিতির ভেতর নিতে পারেন।

সেক্ষেত্রে ওই রূপ সাধারণ সমিতির বহির্ভূত সদস্যসংখ্যা তিন (৩) - এর অধিক হ' লে চেয়ারম্যানকে কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিতে হৰে ।

৫) কেন্দ্রীয় সংস্থার নিম্নস্থিত সমিতিগুলির আয়ুষ্কাল কেন্দ্রীয় সংস্থা কর্তৃক স্থিরীকৃত হবে । কেন্দ্রীয় সংস্থার আয়ুষ্কাল কেন্দ্রীয় সাধারণ সংস্থা কর্তৃক স্থিরীকৃত হবে ।

৬) **আয়** : গ্রাম , জেলা , প্রদেশ , রাজ্য বা দেশ কমিটিগুলি প্রত্যেকেই নিজ আয়ের একের আট অংশ ঠিক ঊর্ধ্বস্থিত কমিটিকে দেৰে ও বাকী সাতের আট অংশ নিজ অঞ্চলে জনসেবায় ও ধর্মপ্রচারে ব্যয় করবে অর্থাৎ যে কমিটি সরাসরি কেন্দ্রীয় সমিতির নীচেই সে তার আয়ের একের আট অংশ কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দেৰে । কেন্দ্রীয় সংস্থা ওই অর্থ সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যয় করবে ।

৭) কেন্দ্রীয় সমিতির কাজকর্ম ইংরেজী ভাষায় চলৰে । জেলা সমিতি বা গ্রাম সমিতির কাজ ইংরাজী - জানা লোকের অভাব থাকলে সেখানকার স্থানীয় ভাষায় চলৰে ।

৮) সমিতির কার্যালয়গুলিকে তোমাদের সকলের একত্রিত হবার স্থান রূপে ব্যবহার করবে । কেন্দ্রীয় , ভুক্তি ও গ্রাম সমিতিগুলির কাজ হৰে জনসেবা ও ধর্মপ্রচার ।

৯) সাধারণতঃ পুরোধাপ্রমুখ ও কেন্দ্রীয় সমিতির প্রেসিডেন্ট একই ব্যষ্টি হবেন । তবে যদি পুরোধাপ্রমুখ চান তাহলে তিনি কেন্দ্রীয়

সমিতির প্রেসিডেন্ট হিসেবে কার্য নাও করতে পারেন । সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সমিতির প্রেসিডেন্টের মনোনয়ন পুরোধাপ্রমুখই করবেন ও তিনিই ওই প্রেসিডেন্টের কার্যকাল নির্দিষ্ট করে দেবেন ।

১০) কাজের সুবিধার খাতিরে কেন্দ্রীয় সংস্থা উপরিউক্ত নিয়মগুলির প্রয়োজনীয় রদবদল , সংযোজন বা সংশোধন করে নিতে পারে ।

সূচীপত্র

অধ্যায় ৪০

তাত্ত্বিক , আচার্য , পুরোধা ও তৎসংশ্লিষ্ট পর্ষদ

তাত্ত্বিক , আচার্য ও পুরোধা শিক্ষার্থিগণ প্রথমে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যষ্টিবিশেষের কাছ থেকে শিক্ষা নেৰে ও তৎপরে অন্য পাঁচজনের (তাত্ত্বিক , আচার্য বা পুরোধা যে ক্ষেত্রে যেমন) কাছে পরীক্ষা দেবে । সেই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় তাত্ত্বিক , আচার্য বা পুরোধা পর্ষদ্ তৎসম্পর্কীয় ব্যষ্টিকে অভিজ্ঞান - পত্র দেৰে । উক্ত অভিজ্ঞান–পত্রে রেজিষ্টার্ড নম্বর সহ পরীক্ষকদের স্বাক্ষর থাকৰে ।

‘ তাত্ত্বিক ’ , ‘ আচার্য ’ , ‘ পুরোধা ’ , ‘ ধর্মমিত্রম্ ’ শব্দগুলি যোগ্যতা ও কর্মতৎপরতারই প্রতীক । তাই বার্দ্ধক্য বা পঙ্গুতা ব্যতিরেকে অন্য

কোন কারণে যদি কোন তাত্ত্বিক , আচার্য বা পুরোধা যথাযথভাবে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনে অক্ষম হন সেক্ষেত্রে তাঁদের অভিজ্ঞানপত্র বাতিল করার অধিকার যথাক্রমে কেন্দ্রীয় তাত্ত্বিক পর্ষদের , কেন্দ্রীয় আচার্য পর্ষদের ও কেন্দ্রীয় পুরোধা পর্ষদের থাকৰে । কেন্দ্রীয় তাত্ত্বিক পর্ষদের সিদ্ধান্তের ওপরে পুনর্বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় আচার্য পর্ষদের নিকট আবেদন করা যেতে পারে ও সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আচার্য পর্ষদের রায়ই মেনে নিতে হবে । অনুরূপভাবে কেন্দ্রীয় আচার্য পর্ষদের সিদ্ধান্তের ওপরে পুনর্বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় পুরোধা পর্যদের নিকট আবেদন করা যেতে পারে ও সেক্ষেত্রে শেষোক্ত পর্ষদের রায়ই চরম ৰলে গণ্য হবে । ‘ তাত্ত্বিক ’ , আচার্য , ‘ পুরোধা ’ প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যষ্টিগত যোগ্যতার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হবে । বংশধারার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক থাকবে না ।

কেন্দ্রীয় পুরোধা পর্ষদ ঃ আনন্দমার্গে কোন জটিল সমস্যা দেখা দিলে কিংবা কোন গুরুতর বিসংবাদ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় পুরোধা পর্ষদের সিদ্ধান্তই চরম বলে গণ্য হবে । পুরোধা পর্ষদের সদস্যরা এক মতে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছুবেন সেটাকে সমাজ মেনে নেবে । পর্ষদে যদি সদস্যদের মধ্যে এক মত না হয় তবে সংখ্যাধিক্যের মত পর্ষদের মত রূপে গণ্য হবে । মতামতের ব্যাপারে দুই দলই সমান হ’ লে চেয়ারম্যানের একক মতই পর্ষদের মত রূপে গণ্য হৰে । প্রতিটি আনন্দমার্গীকে বিনা তর্কে পুরোধা পর্ষদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতেই হবে ।

পুরোধা পর্ষদের চেয়ারম্যান ‘ পুরোধাপ্রমুখ ’ নামে অভিহিত হৰেন । পুরোধাপ্রমুখের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত ও চরম বলে গণ্য হবে । পুরোধাপ্রমুখের সিদ্ধান্ত অন্য কেউই পরিবর্তন করতে পারবে না । তবে তিনি নিজে ইচ্ছা করলে তার পরিবর্তন করতে পারেন । পুরোধাপ্রমুখ আজীবন নিজের পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন , তবে অসুস্থতা নিবন্ধন প্রয়োজন বোধ করলে তিনি পদত্যাগ করতে পারেন ।

পুরোধাগণের ভোটে পুরোধাপ্রমুখ নির্বাচিত হবেন । পুরোধা - পর্ষদের চারজন সদস্যের বাকী তিনজনকেও পুরোধারাই নির্বাচন করবেন , তবে তাঁদের কার্যকাল হৰে পাঁচ বৎসরের জন্য । পাঁচ বৎসর পূর্ণ হবার পূর্বে তাঁদের কারও মৃত্যু হ’লে ও অসুস্থতার জন্য কেউ পদত্যাগ করতে বাধ্য হলে তাঁর বা তাঁদের স্থানে পুনর্নির্বাচন হবে । পুরোধা - পর্ষদের কোন সদস্যের কার্যকলাপে নির্বাচনকারী পুরোধাদের অধিকাংশই যদি অসন্তোষ প্রকাশ করেন সে ক্ষেত্রে পুরোধাপ্রমুখের সম্মতি সাপেক্ষে তাঁর স্থানে পুনর্নির্বাচন হ’ তে পারে ।

কেন্দ্রীয় আচার্য - পর্ষদ ঃ পুরোধাপ্রমুখের স্বীকৃতিসাপেক্ষে আচার্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত আট জন (৮) সদস্য নিয়ে আচার্য পর্ষদ গঠিত হবে । নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে একজন ওই পর্ষদের সেক্রেটারী হবে । আচার্য সম্বন্ধীয় সমস্ত নিয়ম - কানুন , শাস্তি , অনুশাসন ও অন্যান্য সব কিছুই এই আচার্য পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত হবে । আচার্য

পর্ষদ্ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পুরোধাপ্রমুখের নিকট প্রেরিত হবে।

কেন্দ্রীয় তাত্ত্বিক - পর্ষদ : পুরোধাপ্রমুখের স্বীকৃতিসাপেক্ষে তাত্ত্বিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত বার জন (১২) সদস্য নিয়ে তাত্ত্বিক - পর্ষদ গঠিত হৰে। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে একজন এই পর্ষদের সেক্রেটারী হবে। তাত্ত্বিক সম্বন্ধীয় সমস্ত নিয়মকানুন , শাস্তি , অনুশাসন ও অন্যান্য সব কিছুই এই তাত্ত্বিক - পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত হবে। তাত্ত্বিক পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত অনুমোদনের আচার্য - পর্ষদের সুপারিশ সহ পুরোধাপ্রমুখের নিকট প্রেরিত হবে।

সূচীপত্র

অধ্যায় ৪১

অবধূত ও অবধূত পর্ষদ

ধর্মপ্রচার ও জনসেবার কাজে অত্যধিক ব্যস্ত থাকার ফলে পারিবারিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করা যাদের পক্ষে সম্ভব নয় তারা আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করলে ‘ অবধূত ’ নামে অভিহিত হৰে। পুরোধাপ্রমুখের স্বীকৃতি সাপেক্ষে অবধূতগণ কর্তৃক নির্বাচিত চার জন সদস্য নিয়ে অবধূত - বোর্ড গঠিত হৰে। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে এক জন ওই বোর্ডের সেক্রেটারী হৰে। অবধূত সম্বন্ধীয় সমস্ত নিয়ম - কানুন , শাস্তি , অনুশাসন ও অন্যান্য সৰ কিছুই এই অবধুত - বোর্ড কর্তৃক

নির্ধারিত হবে । অবধূত - বোর্ড কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পুরোধাপ্রমুখের নিকট প্রেরিত হবে । অবধূতেরা পুরোধাপ্রমুখকে মান্য করে চলবে ও তার অনুমোদন ব্যতিরেকে অবধূত - বোর্ড কোন সিদ্ধান্তই বলবৎ করবে না ।

সূচীপত্র

অধ্যায় ৪২

মার্গীয় সম্পদ

তোমাদের সম্পদ :

উন্নত দর্শন , বিশ্বপ্রেম ও নিজেদের মধ্যে অত্যুগ্র একতা ।

তোমাদের পতাকা :

ত্রিকোণ গৈরিক পতাকার মধ্যে শ্বেত স্বস্তিক চিহ্ন ।

তোমাদের প্রতীক : ঊর্ধ্বত্রিকোণ , অধঃত্রিকোণ , তন্মধ্যে উদীয়মান সূর্য ও তন্মধ্যে স্বস্তিকা — যথাক্রমে তেজঃ , জ্ঞান , অগ্রগতি ও জয়ের প্রতীক ।

তোমরা সর্বতোভাবে তোমাদের সম্পদ , পতাকা , প্রতীক ও প্রতিকৃতির (মার্গগুরুর) মর্যাদা রক্ষা করে চলবে ।

সূচীপত্র

অধ্যায় ৪৩

গুরুবন্দনা

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।।
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।।
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ ।
গুরুরেব পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।।

।। শেষ কথা ।।

“ জানুস্পর্শ ও বরাভয় মুদ্রায় আনন্দমূর্ত্তিজী অনন্তকালের জন্যে যে শক্তিস্পন্দন সৃষ্টি করে দিয়েছেন তোমরা তার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে তথা জগৎকে সর্বাত্মক কল্যাণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাও । ওঁং শান্তিঃ ।” #

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

মহাপ্রয়াণ দিবস

শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তিজীর পবিত্র নাম - রূপের মাধ্যমে পরমারাধ্য মার্গগুরুদেব ছিলেন অগণিত আনন্দমার্গী তথা অধ্যাত্মজিজ্ঞাসুর কাছে এক প্রোজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ স্বরূপ I এক মহান ভাবাদর্শ তথা সাধনাবিদ্যা প্রবর্তনের দ্বারা তিনি সমগ্র মানবজাতির সর্বাত্মক মুক্তির পথ প্রশস্ত করে গেছেন I স্বভাবতই আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের সমস্ত ইয়ূনিট ও আনন্দমার্গীরা পরম শ্রদ্ধা ও মর্যাদা সহকারে তাঁর অবিস্মরণীয় মহাপ্রয়াণ দিবসটি উদ্যাপন করবেন I সেদিনের বিশেষ অনুষ্ঠানসূচীতে থাকবে : নগরকীর্ত্তন ; অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রভাত - সঙ্গীত থেকে সুনির্বাচিত ভক্তিগীতি (নৃত্যবর্জিত) ; অখণ্ড কীর্ত্তন ; শ্রদ্ধাঞ্জলি ; আনন্দবাণী - প্রদর্শনী ; মার্গীয় পুস্তক - পুস্তিকার বিপণন ; বৃক্ষরোপণ ; সদাব্রত ও অন্যান্য সেবামূলক কাজ ; প্রসাদ ;

F. N * The above - mentioned appendix on Mahaprayan Divas - 21st October 1990 , the day Shrii Shrii Ananda Murtijii left His mortal frame , was discussed and passed as a resolution on 25th August , 1991 unanimously by all members of the Central Committee (Ananda Marga Pracaraka Samgha) and decided that this should be added

as an appendix to Caryacarya Part I. (C. C. Resolutions , 25/8/1991 , Calcutta) .

____

বিতরণ ; মার্গগুরুদেবের পুণ্যগাথা আলোচনা (সৎসঙ্গ) ; তত্ত্বসভা ; প্রকাশ্য অধিবেশন ও আলোচনা - চক্র । ২১ শে অক্টোবর থেকে ২৬ শে অক্টোবর (অন্ত্যেষ্টি দিবস) বেলা সারে তিনটা পর্যন্ত অখণ্ড কীর্ত্তনের আয়োজন করা যেতে পারে ।

সূচীপত্র

[পিছনের মলাটের লেখা]

এই পৃথিবীতে মানুষ এসেছে কয়েক লক্ষ বছর আগে কিন্তু আজও মানুষ একটি দৃঢ়নিবদ্ধ বিশ্বভিত্তিক মানব সমাজ গড়ে তুলতে পারে নি। এটা মানুষের বুদ্ধি ও বৈদগ্ধ্য কোনটার পক্ষেই গৌরবের কথা নয়। তোমরা যারা পরিস্থিতিটা বুঝেছ, প্রয়োজনটা ৰুঝেছ, পাপের নগ্ন নৃত্য দেখেছ, ভেদ–বুদ্ধির কপট অট্টহাসি শুনেছ, তোমাদের

উচিত আর বিলম্ব না করে এই মহৎ কার্যে উঠে পড়ে লেগে পড়া। উদ্দেশ্য যেখানে মহৎ সিদ্ধি সেখানে অনিবার্য।

সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই মানুষের সামনে অনেক মতবাদ এসেছে, চলার পথে অজস্র ছন্দ এসেছে কিন্তু তারা কেউই মানুষ জাতকে একটা অখণ্ড... অচ্ছেদ্য সত্তা হিসেবে দেখতে শেখায়নি। তাই আজ মানুষের মধ্যে এত হানাহানি, এত অসহিষ্ণুতা।

আজকের মানুষ বৌদ্ধিক ভূমিতে ভূমিতে বেশ কিছুটা এগিয়েছে। তাই আজ তাকে আর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। যেভাবেই হোক, সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বিশ্বমানবত্বের যাত্রাপথকে সুগম করে নিতে হবে। এ ব্যাপারে কোন আলস্য বা কোন কাপুরুষতাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না।

—শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি

সমাপ্ত

***************X***************

ঘোষণা

আধ্যাত্মিক সাধনা তথা পথনির্দেশনা লাভ করার সুযোগ ও অধিকার নারী–পুরুষ, জাতপাত, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই সমান হওয়া উচিত। এই সাধনা বিজ্ঞান পরমার্থের সন্ধান দেয় । যা পরমার্থের সন্ধান দেয় তা কখনোই অর্থকারী ব্যবসায় লাগানো উচিত না । আনন্দমার্গের সন্ন্যাসী / সন্ন্যাসীনীদের কাছ থেকে যে কোন মানুষ এই সাধনা বিজ্ঞান বিনামূল্যে অনায়াসে শিখতে পারেন।

সাধনা হলো মানস-আধ্যাত্মিক অনুশীলন। বেয়াম হল শারীরিক অনুশীলন । যদি কেউ ব্যায়াম শিখে তা নিয়মিত অনুশীলন না করে তবে তার কিছুই লাভ হয় না । ঠিক তেমনি কেউ যদি সাধনা শিখে তা নিয়মিত অনুশীলন না করে তাহলে তার সাধনা শিখাতে কোন লাভ হয় না ।

মানব জীবনের পরম লক্ষ্য হল অনন্ত সুখ তথা আনন্দ লাভ করা। সাধনা'ই হলো একমাত্র উপায় যার দ্বারা এই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।

সূচীপত্র